সাথী

শ্রীহারাধন ব দ্যোপাধ্যায় বি, এ,

ত।

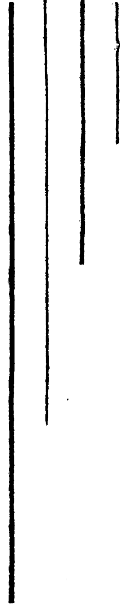
ফাল্গুন—১৩৪১

এক টাকা

প্রকাশক :—
শ্রীশরৎ কুমার হোড়
১১৯ নং ভীম ঘোষ বাই লেন,
কলিকাতা।

শ্রীগোবিন্দ
প্রিণ্টার—শ্রীশরৎ
১১১ নং ভীম ঘো

সাথী



এই লেখকেরই—উপন্যাস

স্মৃতি রেখা—দেড় টাকা

আনন্দবাজার

"খাটি বাঙ্গালীর ঘরের কথা, বাঙ্গালী প্রথায় বলা হইয়াছে। উৎকট ইউরোপীয় গন্ধ বর্জ্জিত। আশ্চর্য্য ঘটনা বৈচিত্রের মধ্য দিয়া স্বামী-স্ত্রীর মিলন। বেশ সুখ পাঠ্য গার্হস্থ উপন্যাস।"

বিচিত্রা

উপন্যাস খানি পাঠ করে আমরা মোটের উপর আনন্দ লা ্ করেছি।

একথা বল্‌লেও অন্যায় হয় না যে, বই খানির মধ্যে লেখকের উপন্যাস লেখ্‌বার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্লট চমৎকপ্রদ।

বই খানির ভাষা প্রাঞ্জল এবং মনোরম, এবং কথোপ-কথনের অংশ গুলি চিত্তাকর্ষক এবং কৌতুকরসাত্মক।

ভগ্নদূত

নূতন ধরনের লেখা। এই উপন্যাস খানি পড়িয়া আমরা গ্রন্থকারের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াছি। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সর্ব্বতোমুখীন অধোগতির পরিচয় প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, গ্রন্থকার সেই অধোগতির চিত্র অঙ্কন করেন নাই। ইহাতে কুৎসিত কিছু নাই। বর্ত্তমানে প্রকাশিত শতকরা এক খানি বাঙ্গালা উপন্যাস সম্বন্ধেও একথা বলা যায় না। প্লটটী গভীর রহস্য জালে সমাচ্ছন্ন। চরিত্র অঙ্কনে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। গ্রন্থকারের ভবিষ্যত উজ্জ্বল।

ADVANCE

"The story is pathetic. Story-readers will no doubt love it."

এই লেখকেরই—উপন্যাস
মৃত্যু পণ—দেড় টাকা

আনন্দবাজার

বাঙ্গালী সংসারের বর্ত্তমান জীবনস্রোতের কয়েকটি তরঙ্গ গ্রন্থকার প্রাণের দরদ দিয়া আঁকিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে গ্রন্থকার নবীন হইলেও উপন্যাস রচনায় তাঁহার সাধনা সার্থক হইয়াছে। গল্পকে জমাইয়া তুলিবার মত উপাদান সংগ্রহ করিতে হইলে লোক চরিত্রে যে অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক—তাহা লেখকের আছে। বাহুল্য আবেগ-বর্জ্জিত এই মনোরম উপন্যাসখানি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি।

বিচিত্রা

"বিচিত্রার" সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা লিপি।

ভগ্নদূত

যে অস্পৃশ্যতা-নিবারণ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকেই কয়েকটী নর ও নারীর চরিত্রের মধ্য দিয়া গ্রন্থকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। চরিত্রগুলি সবই সুপরিস্ফুট হইয়াছে; সমস্যার বিভিন্ন দিক্‌ও বেশ সুন্দর ফুটিয়াছে। বইটী পড়িতে বসিয়াই মন অসামান্য শুচিতায় ভরিয়া উঠে, আজিকার সাহিত্যের ক্লেদ পঙ্কিলতা ইহাতে মোটেই নাই। লেখকের রুচি ও নীতি জ্ঞানের আমরা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করি। মা মেয়ের হাতে, বাপ ছেলের হাতে বইখানি অনায়াসেই তুলিয়া দিতে পারিবেন। বইটী পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

উদ্দেশে

-:*:-

ভগবান, জানি তুমি মঙ্গল আধার,
মঙ্গলের ধারা তব বুঝিতে না পারি।
ছিনাইয়া পুত্রধনে "অমিয় কুমার,"
কিবা সে মঙ্গল তব কহনা বিচারি ?
নির্ম্মম নিষ্ঠুর তুমি মমতা বিহীন,
দয়া মায়া শূন্য তুমি চির ভয়ঙ্কর,
উল্লাস দানিতে ব্যথা, এতই কঠিন,
তবু লোকে বলে তোমা নিত্য শুভঙ্কর ?
তাই তুমি তাই তুমি, বৃথা গঞ্জি আমি,
শোকাচ্ছন্ন দেহ-মন কাতর পরাণ।
চিনিতে পারিনা তোমা ত্রিভুবন স্বামী,
পুত্র শোকে অন্ধ আমি, গঞ্জি অকারণ॥
অন্ধকার—অন্ধকার—ঘন অন্ধকার,
নয়নে করিছে নৃত্য, পথ নাহি পাই।
ভরতের মৃগ শিশু ছিল সে আমার,
বৃথা খুঁজি চারি ভীতে, তবু তাকে চাই॥
কোথা পথ—কোথা পথ কোথা নারায়ণ
কোন পথে—কতদূরে রাখিয়াছ হরি,
লভেছে কি চির শান্তি—রাতুল চরণ
একবার বল শুধু, মম দুঃখ স্মরি।
বুঝেছি, পেয়েছে শান্তি এতদিন পরে,
পারেনি জনক যাহা দিতে কোন দিন।
অক্ষয় অমোঘ শান্তি শান্তিময় ক্রোড়ে,
পূর্ণশান্তি অনাবিল নিত্য বিমলিন।

সঁপিয়া দিতেছি প্রাণ ও চরণ আশে
অপেক্ষায়—অপেক্ষায় কেটে যাবে দিন,
দেখা দিও সেই দিন, বসো এসে পাশে
পশিবে যে দিন কাণে মরণের বীণ্।
বোঝা পড়া সেই দিন তোমায় আমায়
হ'বে জানি ভাল মতে তার আগে নয়,
তবে কেন রাখ বদ্ধ সংসার কারায়
মুক্তি দাও যাই চ'লে, মুক্তি পদাশ্রয়।
পারো না দিতে সে মুক্তি, এত শক্তিহীন
সর্ব্বশক্তিমান নাম কেন তবে ধর ?
তবে কি বুঝিব তুমি কালের অধীন,
কাল বড় তোমা হ'তে, কাল সর্ব্বেশ্বর ?
অথবা তুমিই কাল, তুমি সর্ব্বেশ্বর
বেদনা আঘাতে সদা রাখি সচেতন
জানায়ে দিতেছ নিত্য সকলি নশ্বর
তাই যদি কর পূর্ণ ইচ্ছা চিরন্তন।
তাই যদি হান বাণ তূণে যত আছে,
এই দিনু বক্ষ পাতি ভয় কিবা তায়।
স্পন্দন ওঠে না জাগি পাষাণের মাঝে,
নীরব নিস্পন্দ সে যে কাঁপে না'ক কায়।
পাষাণ করিয়া দাও হৃদয় আমার,
দাও শক্তি সহিবারে কামনা জানাই।
মিছে সব নাহি কিছু, তুমি সারাৎসার
অন্তিমে তোমারি দেখা যেন প্রভু পাই।

হারাধন

দু'টী কথা

প্রথম বই "স্মৃতি রেখা" যখন লিখি, তখন ভাবিনি কোন দিন তাহা ছাপার অক্ষরে লোক লোচনের সাম্‌নে এসে দাঁড়াবে। লিখ্‌তে আরম্ভ করি খেয়ালবশে, আবার খেয়ালবশে একদিন তার গতি থেমে যাবে—এই ছিল মনের ধারণা। কিন্তু জানি না কোন শক্তি সে ধারণা উল্টে দিয়ে আমাকে সম্পূর্ণতার কিণারায় পৌঁছে দিল।

লেখা কোন ক্রমে শেষ হ'ল, কিন্তু নূতন লেখকের অদৃষ্টে যা ঘটে তাই এসে দেখা দিল। চাকরীর বাজারে যেমন কোথাও চাকরী জোটে না—"No vacancy" শুনেই নিরাশ হ'য়ে ফিরতে হয়, সাহিত্যের বাজারে আমার মত নূতন লেখককে তেমনি "স্থানাভাব" শুনেই ফিরতে হ'ল, নৈরাশ্যের গভীর ছাপ মুখে চোখে মেখে।

ঠিক এই সময় এসে দেখা দিলেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার হোড়, দেব দূতের ন্যায় অভয়বাণী মুখে নিয়ে। কিছু দেখ্‌তে হ'ল না, তাঁরই প্রা। খোলা অকৃত্রিম প্রযত্নে "স্মৃতি রেখা" প্রকাশিত হল।

দ্বিতীয় বই "মৃত্যু পণ"ও ঠিক সেই ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই বইয়ের সব কিছু শরৎ বাবুকে নিয়ে,—এমন কি প্রুফ্‌ দেখা পর্য্যন্ত।

আবার আজ যে "সাথী" প্রকাশিত হচ্ছে এর মূলেও তিনি। সত্য কথা বল্‌তে কি আমার অস্তিত্ব তাঁকে নিয়ে ও সব কিছু কৃতিত্ব তাঁরই। ভাবের আতিশয্যে আজ ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা; তবে একথা খুব ঠিক যে শরৎবাবু না থাক্‌লে আমার কোন বই লোকলোচনের সাম্‌নে এসে দাঁড়াত না।

কলিকাতা। } শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

"অশ্রু জল"

একটী ক্ষণে—পুলক স্নাত সুরভিময় যে প্রিয়ের পরশ—অনুভূতিতে সকল মুহূর্ত্ত স্তব্ধ করে দেয়—অশ্রুহাসির—আনন্দ বেদনার অনাঘ্রাত—কুসুমদল বুকে কুড়িয়ে নিয়ে আপন-হারা—তাই চল্‌তে চায় পথে—শুধু পথে—চলার পথে রিক্ত সাথী—পাথেয় শুধু তার "অশ্রু জল"।

(অগ্রেষু)

—বাঙ্‌লার ছেলে—

বর্ত্তমান যুগের আশা ও আকাঙ্ক্ষা

—বাঙ্‌লার ছেলে—

পল্লী জীবনের স্বাভাবিক ভাব

—বাঙ্‌লার ছেলে—

জাতি যে যুগ ধর্ম্মের সন্ধান পাইয়াছে

—বাঙ্‌লার ছেলে—

যুবকগণ দেশকে কিরূপে বরণ করিয়াছে

—বাঙ্‌লার ছেলে—

অভিনব—উদ্দীপনাপূর্ণ—রোমাঞ্চকর ঘটনা

—বাঙ্‌লার ছেলে—

ভাষা সুন্দর—বর্ণনা ভঙ্গী মনোরম

—বাঙ্‌লার ছেলে—

উপন্যাস জগতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি

(শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন)

জ্যৈষ্ঠ মাস। চারিদিকে রোদ্ খাঁ খাঁ কচ্ছিল। ছোট্ট দু'টী ছেলে-মেয়ে বাগানে খেলা নিয়ে মত্ত ছিল।

বাগানের সাম্‌নে পড়েছিল খানিকটা খোলা জমি, আর তারই সাম্‌নে ছিল মুখুজ্যেদের ত্রিতল অট্টালিকা। বাগানখানিও মুখুজ্যেদের।

খেলা কর্‌তে কর্‌তে ছোট্ট মেয়েটী হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে,—তুই ভাই বর, আর আমি বৌ—কেমন ?

ছেলেটী ঘাড় নেড়ে বল্‌লে,—বেশ, তাহ'লে কিন্তু ঘোম্‌টা দিতে হ'বে। এমনি বুঝি বৌ হওয়া যায় ?

মেয়েটীর নাম কমলা। সে আরো গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে,—বৌ হ'লেই বুঝি ঘোমটা দেয় ? অন্য কেউ এ'লে দেয়।

ছেলেটীর নাম সুশীল। সে দেখ্‌লে কমলা ঠিক কথাই বলেছে।

হেরে গিয়ে সে বল্‌লে,—আচ্ছা, আগে মণিমালা আসুক, তখন কিন্তু ঘোম্‌টা দিতে হ'বে।

কমলা বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নেড়ে বল্‌লে,—মণিমালা যে আমার সখী হয়। সখীর সাম্‌নে কেউ বুঝি ঘোম্‌টা দেয় ?

সুশীল দেখ্‌লে ভারী গোলমাল, কোন কথা তার খাট্‌ছে না। তাই সে মুখখানা রাঙিয়ে তুলে বল্‌লে,—না, আমি তোর বর হ'ব না। বরের সঙ্গে বৌ আবার ঝগড়া করে নাকি ? তারপর মনে মনে সে গোঙ্‌রাতে লাগ্‌লো।

কমলা পড়ে গেল মহা ফ্যাঁসাদে ; উত্তর খুঁজে না পেয়ে। চোখ দু'টো ছল্‌ ছল্‌ করে সে তাড়াতাড়ি এগুয়ে এ'ল ও সুশীলের হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরে তার মুখের দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইলো।

সুশীল জোরে হাত সরিয়ে নিয়ে গোঁ ভরে বল্‌লে,—যাও ; কক্ষনো তোর বর হচ্ছি না।

কমলা মুখখানা কাঁচুমাচু করে বল্‌লে,—আর কোন দিন ঝগড়া করবো না, সুশীলদা। বল আর রাগ নেই, বর বৌ খেল্‌বে ?

সুশীলের তখনও রাগ থামেনি। সে উত্তেজিত স্বরে বল্‌লে,—খেল্‌বো, কিন্তু ঘোম্‌টা দিতে হ'বে।

কমলা বল্‌লে,—কেউ এলে তো ?

সাথী

৩

সুশীল বল্‌লে,—বেশ তাই, কিন্তু মনে থাকে যেন। কথা না শুন্‌লে আর কোন দিন কিন্তু বর হ'বো না।

আবার নূতন করে খেলা সুরু হ'য়ে গেল। মাটীর থালা ঘটী বাটী নিয়ে কমলা গিন্নিপনা করতে লেগে গেল, আর সুশীল মনের আনন্দে সাহায্য করতে লাগ্‌লো।

খানিকবাদে কমলা বল্‌লে,—বেলা হ'য়ে গেল যে—যাও, স্নান করে এস গে। খাবে কখন ?

সুশীল বল্‌লে,—তাই তো ! আচ্ছা দাঁড়াও, আমি চট্‌ করে স্নান করে আস্‌ছি।

তারপর এধার ওধার একটু ঘুরে এসেই সুশীল বল্‌লে,—কই এখনও ভাত বাড়নি ?

কমলা ব্যস্ত হয়ে বস্‌বার জন্য একখানা কম্বলের শত ছিন্ন আসন পেতে দিল।

সুশীল দ্বিরুক্তি না করে বসে পড়্‌লো।

তারপর কমলা অন্নপূর্ণার ন্যায় একখানা মাটীর থালায় মাটীর অনেক কিছু সাজিয়ে আসনের সাম্‌নে রেখে বল্‌লে,—আর দেরী করো না, অনেক বেলা হ'য়ে গেছে।

ঠিক এমনি সময় মণিমালা এসে হাজির হ'ল। সে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে,—বর বৌ খেলা হ'চ্ছে। তা ভাই কি রান্না হ'ল ? আমাকে বাদ্‌ দিস্‌ নে যেন।

৪

কমলার মুখখানা কেমন লাল হ'য়ে গেল।

এদিকে সুশীল গেল খুব চটে, কমলাকে ঘোম্‌টা দিতে না দেখে। ঝাঁ করে সে উঠে দাঁড়াল ও মাটীর থালাখানা ছুড়ে ফেলে দিল।

কমলা অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলো, তারপর জলভরা চোখে বল্‌লে,—সব যে ফেলে দিলে?

সুশীল বল্‌লে,—বেশ করিছি, খুব করিছি। তুমি কেন ঘোম্‌টা দিলে না? যাও, আমি তেমার বর হ'ব না। এবার থেকে আমি মণিমালার বর হ'ব। কেমন মণিমালা?

মণিমালা ঘাড় নেড়ে মত জানিয়ে দিল।

আর কমলা ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেল্‌লে ও ফোঁপাতে ফোঁপাতে বাড়ীর দিকে চলে গেল।

২

মেয়েকে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ী ফির্‌তে দেখে মা বল্‌লেন,—কি হ'য়েছে কমলা ? কাঁদ্‌ছিস্ কেন ?

কমলার কান্নার বেগ যেন আরো বেড়ে গেল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বল্‌লে,—সুশীলদা আমায় নিয়ে খেল্‌লে না।

মা হাস্‌তে হাস্‌তে মেয়ের মুখখানা সস্নেহে জড়িয়ে ধরে বল্‌লেন,—তুই বুঝি দুষ্টুমি করেছিস্ ?

কমলা এবার মুখখানা ঘুরিয়ে বল্‌লে,—না মা, সুশীলদা রাগ করে খেলা ঘরের জিনিষ পত্র সব ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমায় তাড়িয়ে দিলে।

৬

মেয়ের চোখের জল মুছে দিতে দিতে মা বল্লেন,—তাকি হয় মা ? তুই কিছু না করলে সে অমন করবে কেন ?

কমলা গলাটা ভার করে বল্লে,—করলে, আর তুমি বল্‌ছো করবে কেন ? তুমি তো সুশীলদার কোন দোষ দেখ্‌তে পাওনা, যত দোষ আমার। তুমি সুশীলদাকে ভালবাস কিনা, তাই একথা বল্‌ছো।

মা আর হাসি চেপে রাখ্‌তে পারলেন না। হাস্‌তে হাস্‌তে মেয়ের মুখে একটা চুম্বন দিয়ে তিনি বল্লেন,—তোরা দুইই সমান ; আর সুশীল ত তেমন ছেলে নয়।

কমলা মুখখানা আঁধার করে বল্লে,—না, তুমি যেন সব জান। সুশীলদা দোষ করলে তুমি দেখতে পাও না।

মা হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন,—তা কি দোষ করেছে বল্ ?

কমলা মুখ চোখ ঘুরিয়ে বল্লে,—ঘোমটা দিইনি বলেই তো সুশীলদা অমন করলে।

মা খুব হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন,—বর বৌ খেল্‌ছিলি বুঝি ? তা ঠিক করেছে সে। বৌ হ'বি আর ঘোম্‌টা দিবি নে ?

কমলা থতমত খেয়ে বল্লে,—তাই বলে খেলা ঘরের জিনিষ পত্র সব ছুড়ে ফেলে দেবে ?

মা আর কি বলেন, তাই হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন,—সেটা তার দোষ হ'য়েছে।

এ দিকে মণিমালার সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা করার পর সুশীলের

মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে গেল। কমলাকে দেখ্‌তে না পেয়ে তার মনটা যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌লো। কমলার সঙ্গে ঝগড়া করতে যেমন তার বাধ্‌তো না, আবার ভাব করতেও তার তেমনি তিলার্দ্ধ দেরী হ'ত না। কমলাকে খেল্‌বার সময় কাছে না পেলে তার শিশু-হৃদয় যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌তো।

ইতিমধ্যে টপ্‌ টপ্‌ করে গোটাচারেক আম গাছ হ'তে ঝরে পড়লো। মণিমালা ও সুশীল দু'জনেই ছুটে আম কুড়ুতে গেল। সুশীল পেলে তিনটী, আর মণিমালা পেলে একটী।

সুশীল রেগে বল্‌লে,—দে, আম দে।

মণিমালা বল্‌লে; ইস্‌, দেবো না আরো কিছু; আমি তো কুড়িয়ে পেয়েছি।

সুশীল চোখ ঘুরিয়ে বল্‌লে,—দিবিনে?

মণিমালাও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল,—না, দেবো না।

সুশীল খুব রেগে গিয়ে বল্‌লে,—তাহ'লে কিন্তু ভাল হবে না মণিমালা—এখনও বল্‌ছি আম ফিরিয়ে দে।

মণিমালা ভয়ে ভয়ে সুশীলের নিকট হ'তে একটু দূরে সরে গিয়ে বল্‌লে,—জোর ক'রে কেড়ে নেবে নাকি? তাহ'লে আর কোন দিন তোমার বৌ হ'ব না।

সুশীল চোখ মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লে,—নাহবি নাহবি; কমলা হ'বে। তোর মত বৌ আমি চাইনে।

মণিমালা রাগে ও দুঃখে কেঁদে ফেল্‌লে—তারপর আমটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল।

সুশীল আম চারটী হাতে করে নিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে কমলাদের বাড়ী এসে হাজির হল।



প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে সুশীল ডাক্‌লে,—কমলা—ও কমলা।

কমলা লাফিয়ে উঠে বল্‌লে,—মা—ঐ সুশীলদা ডাক্‌ছে—যাই।

মা মনে মনে একটু হেসে বল্‌লেন,—এই রাগ, এই ভাব।

সুশীল ইতিমধ্যে পৌঁছে গেল ও বল্‌তে বল্‌তে ঘরে ঢুক্‌লো—মাসীমা, এই আম চারটা ধরুন তো।

তারপর কমলার দিকে চেয়ে সুশীল বল্‌লে,—ডাক্‌লে বুঝি জবাব দিতে নেই? দেখুন মাসীমা, কমলা বড় দুষ্টু হ'য়েছে—কেবল আমার সঙ্গে ঝগড়া করে—কোন কথা শোনে না। বারণ করে দেবেন অমন করতে।

মাসীমা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন,—কি হ'য়েছে তোদের আজ? দু'জনেই দেখ্‌ছি নালিশ কচ্ছিস্।

সুশীল রাগে আট্‌খানা হ'য়ে বল্‌লে,—দেখুন না মাসীমা, আমার আগে এসেই লাগান হ'য়েছে। না হয় আমি আসি—তা নয়। আর কোন দিন তোর বর হ'ব না, সাধলেও না।

কমলা কাঁদ কাঁদ মুখে বল্‌লে,—দেখ্‌লে মা, এখানে এসেও আবার বকুনী।

সুশীল চোখ্ দুটো ডাগর ডাগর করে বল্‌লে,—ইস্, ভয় করতে হ'বে নাকি? দাঁড়া, আগে মাসীমাকে সব বলে দি, তখন দেখিস্ কি হয়।

মাসীমা বল্‌লেন,—আমি সব শুনেছি বাবা। দোষ তোমাদের দু'জনের। বৌ হ'য়ে কমলার ঘোমটা দেওয়া উচিত ছিল। তারপর তোমারও খেলার জিনিষ পত্র গুলো ফেলে দেওয়া ভাল হয় নি। তা দু'জনেই যখন সমান দোষী, তখন কাকেও কিছু বলা চলে না। এখন যাও, খেলগে।

কেউ আর কোন কথা বল্‌লে না, পরক্ষণেই হাত ধরাধরি করে খেল্‌তে চলে গেল।

৪

সুশীল এখন পড়ে গ্রামের ইংরাজী স্কুলে ; তৃতীয় শ্রেণীতে। বয়স বারো তেরো বৎসর হ'বে। আর কমলা বাড়ীতে বাপের কাছে সামান্য কিছু কিছু পড়ে ও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। বয়স হ'ল প্রায় আট্ নয় বৎসর।

কমলা পিতার একমাত্র কন্যা। দু'চারটী সন্তান পর পর নষ্ট হ'য়ে যাওয়ার পর কমলা এসে দেখা দেয়। তার পর এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কোন সন্তানাদি হয় নি। কমলার পিতা ভবনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অবস্থা আদৌ ভাল নয়। গ্রাম্য মেয়ে স্কুলে পণ্ডিতি করে যা পান, তাই দিয়ে কোন রকমে তিনি দিন গুজরাণ করেন।

সুশীলের পিতা লক্ষ্মীকান্ত বাবু সাবডিভিসনাল্ কোর্টের পসারে উকিল। তাঁর তিন ছেলে—সুধীর, সুনীল ও সুশীল। বড় ছেলে দু'বছর হ'ল বি এল পাশ করে পিতার সঙ্গে কোর্টে বেরুচ্ছেন। মেজ ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, ২০০৲ টাকা বেতন পান। প্রকৃত পক্ষে লক্ষ্মী সরস্বতী তাঁর ঘরে বাঁধা ছিল।

প্রভূত অর্থের মালিক হ'লেও টাকার নেশা সব সময় লক্ষ্মীকান্ত বাবুকে মাতাল করে রেখেছিল। শুনা যায় বড় দুই ছেলের বিবাহে তিনি নাকি সকলের কথা রাখ্তে গিয়ে বিশেষ লাভবান হ'তে পারেন নি। তবু লোকে বলে যে তিনি টাকায় গহনায় সর্ব্ব সমেত দশ বারো হাজার টাকা ঘরে এনেছিলেন। তাই সময়ে সময়ে তিনি বল্তেন যে ছোট ছেলেকে তিনি ডাক্তার কর্বেন ও বিয়ের সময় সুদ সমেত কন্যা পক্ষের নিকট হ'তে সব লোকসান পূরণ করে নেবেন।

সুশীল ছিল খুব মেধাবী ছেলে। প্রতি পরীক্ষায় সে ফার্ষ্ট হ'তো, পড়্তো যদিও খুব কম। স্কুল হ'তে ফিরে কিছু খেয়েই সে দেখা দিত ভবনাথ পণ্ডিতের বাড়ীতে। কমলার সঙ্গে দেখা না হ'লে যেন তার পেটের ভাত হজম হ'ত না।

লক্ষ্মীকান্ত বাবু এ মেলামেশা আদৌ পছন্দ করতেন না; কিন্তু গিন্নির ভয়ে কিছু বল্তে পারতেন না। কিছু বল্লেই গিন্নি মুখ

ঘুরিয়ে বল্‌তেন,—ছোট ছেলে মেয়ে থাক্‌লে অমন মেলেমেশে—তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হ'বে না।

কর্ত্তা আর কি বল্‌বেন—ভাবতেন তাও তো বটে। তবু সময়ে সময়ে গিন্নির অসাক্ষাতে ছেলেকে তিনি নিষেধ করতেন—হাঘরের মেয়ের সঙ্গে মিশতে।

ছেলে কিছু বল্‌তো না; পরক্ষণেই পণ্ডিত মহাশয়ের খড়ো ঘরে গিয়ে হাজির হ'ত।



সে দিন ছিল দোল পূর্ণিমা। হোলীর উৎসব যতটা সহরে, ততটা পাড়াগাঁয়ে নয়। তবুও এ দিনে কমবেশী সর্ব্বত্রই ফাগ ও রংএর অভিনব ব্যাপার চলে থাকে।

সুশীল খুব খানিকটা ফাগ নিয়ে সকাল বেলাই পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ীতে এসে দেখা দিল। সাম্‌নে পড়লো কমলা। মনের আনন্দে সে তাকে ফাগ মাখিয়ে দিল।

কমলাও ছাড়বার মেয়ে নয়; সেও জোর করে সুশীলের হাত হ'তে ফাগের ঠোঙা কেড়ে নিয়ে বেশ করে তাকে মাখিয়ে দিল।

কমলার মা এসে এই ব্যাপার দেখে হাসি সম্বরণ করতে পারলেন না, বল্লেন,—বা, বেশ দেখাচ্ছে।

কমলা বল্‌লে,—দেখ না মা, সুশীলদার কি অন্যায়! কোথা হ'তে চিলের ন্যায় উড়ে এসে আমাকে ফাগ মাখিয়ে দিলে। আমিও হাত থেকে ফাগের ঠোঙা কেড়ে নিয়ে মাখিয়ে দিছি। ছাড়বো কেন?

সুশীল বল্‌লে,—আচ্ছা মাসীমা, আপনিই বলুন—কে বেশী মাখিয়ে দেছে? শুধু তাই নয়, কাড়াকাড়ি করে সব ফাগ ফেলে দিয়েছে। আর হাতে এমন নথ যে আমার মুখ ছিঁড়ে রক্ত বেরুচ্ছে। এই দেখুন মাসীমা।

মাসীমা দেখ্‌লেন সত্যই গালের এক পাশে নখের আঁচড় লেগে খানিকটা ছড়ে গেছে ও সেখান হতে অল্প অল্প রক্ত ঝরে পড়্‌ছে। তিনি তিরস্কারের ছ'লে বল্‌লেন,—ছিঃ মা, দেখে শুনে ফাগ দিতে হয়।

কমলা কেঁদে ফেল্‌বার উপক্রম করলে ও মুখখানা আঁধার করে দাঁড়িয়ে রইলো।

সুশীল বল্‌লে,—দেখ্‌লেন মাসীমা, দোষ করে আবার কান্না।

মাসীমা সস্নেহে আঁচল দিয়ে সুশীলের মুখখানা মুছিয়ে দিতে দিতে বল্‌লেন,—কমলা দেখ্‌তে পাইনি বাবা, অসাবধানে কেমন লেগে গেছে। তা বাবা, আজকের দিন ঝগড়া করতে নেই।

সুশীল লাফিয়ে উঠে বল্‌লে,—ঝগড়া না আরো কিছু। তারপর ছুটে গিয়ে আর এক খাম্‌ছা ফাগ কমলার সমস্ত মুখে

চোখে মাখিয়ে দিয়ে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌লো ও বল্‌লে,—কেমন জব্দ !

কমলা তবুও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

মাতা আস্তে আস্তে গৃহকর্ম্মে চলে গেলেন, আর বলে গেলেন,—আজকের দিন মন ভার করতে নেই।

সুশীল বল্‌লে,—তবুও যে কথা বল্‌ছো না কমলা ?

কমলা রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লে,—আমার ইচ্ছে।

সুশীল মুখখানা আঁধার করে বল্‌লে,—তাহ'লে আমি বাড়ী চলে যাই।

কমলা বল্‌লে,—কিছু বল্‌লেই রাগ।

সুশীল বল্‌লে,—মিছি মিছি ভূতের মত দাঁড়িয়ে থেকে তো আর লাভ নেই।

এবার কমলা হেসে ফেলে বল্‌লে,—সত্যিই ফাগ মেখে তোমাকে যেন ভূতের মত দেখাচ্ছে।

সুশীল বল্‌লে—আর তোমাকে ?

কমলা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে,—সে কথা আর বল্‌তে হয় না।

সুশীল ছুটে ঘরের মধ্যে গেল ও চট্ করে একখানা আয়না এনে কমলার মুখের কাছে ধরে বল্‌লে,—আচ্ছা, এইবার দেখ তোমায় কেমন দেখাচ্ছে ?

কমলা একটু মুচ্‌কে হেসে বল্‌লে,—তোমার চেয়ে ভাল।

সুশীল বল্‌লে,—নিজের চেহারা সবাই অমন ভাল দেখে। বেশ মাসীমাকে ডাক্‌ছি। তারপর সে মাসীমা—মাসীমা বলে চীৎকার সুরু করে দিল।

মাসীমা ছুটতে ছুটতে এসে বল্‌লেন,—আবার কি হ'ল?

সুশীল বল্‌লে,—আচ্ছা মাসীমা, কে বেশী সুন্দর? আমি না কমলা?

কমলা বল্‌লে,—ঠিক করে বলো মা।

কমলার মাতা বিষম ফাঁপড়ে পড়ে গেলেন। অনেক সময় তাদের নিয়ে এই ভাবে তিনি ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়তেন। তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন,—তোরা দু'জনেই খুব সুন্দররে—খুব সুন্দর।

দু'জনেই খুব হাস্‌তে লাগ্‌লো। তারপর হাত ধরাধরি করে পুষ্করণীর দিকে চলে গেল।

সুশীল বল্‌লে,—আচ্ছা কমলা, তুমি আমায় খুব ভালবাস, না?

কমলা বল্‌লে,—আর তুমি?

কেহ কোন উত্তর দিল না, কিন্তু দু'টী সরল হৃদয় অসঙ্কোচে সেই কথাই মেনে নিল।



সুশীল বৃত্তি পেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করলে। খবর পেয়েই প্রথম সে ছুটে এ'ল কমলাকে জানাতে। উভয়েই এখন বড় হয়েছে। উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বের মত অবাধ মেলামেশা ছিল না। তবু সুশীল ছাড়তো না; ছুতা অছুতায় কমলার সঙ্গে দেখা করতো। তাদের মন পরস্পরের উপর এমন ভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছিল যে একদিন দেখা না হ'লে মনে হ'ত যেন কতদিন—কত মাস—কত বৎসর দেখা হয় নি।

কমলা ছিল যেন একখানি লক্ষ্মীপ্রতিমা—যেমন রূপ, তেমনি গুণ। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে রূপের উৎস যেন সারাদেহে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে দিন কমলা একখানি নীল ডুরে সাড়ী পরে গৃহস্থালীর কাজে রত ছিল। আজকাল মাকে সে কোন কাজ করতে দিত না। মা কত বাধা দিতেন, তবুও সে শুন্‌তো না

সুশীল আসতেই কমলা বললে,—এস সুশীলদা। আর সঙ্গে সঙ্গে একখানি পিঁড়ি মাটীর দাওয়ায় পেতে দিল।

সুশীল হেসে বললে,—আজকাল দেখ্‌ছি পাকা গিন্নি হ'য়েছিস, কমলা।

কমলা হাসতে হাসতে বললে,—তা আর হ'বো না, দিন দিন ত বড় হচ্ছি।

সুশীল বল্‌লে,—শুনেছিস্ কমলা আমি পাশ করেছি ও ২০৲ টাকা বৃত্তি পেয়েছি। মাসীমা কোথায়?

কমলার মুখখানা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আনন্দে টলমল্ করে উঠ্‌লো। সে আনন্দোজ্জ্বল চাহনী নিক্ষেপ করে বল্‌লে,—তাহ'লে এবার ত কল্‌কাতায় যেতে হ'বে—আই এ পড়তে।

সুশীল বল্‌লে,—আই এ পড়বো না, আই এস্‌সি পড়ে ডাক্তারী পড়বো। তুই কি বলিস্ কমলা?

কমলা বল্‌লে,—সে ত ভাল কথা। ডাক্তার হ'লে কত লোকের উপকার করতে পারবে। তবে তখন কি আর আমাদের কথা মনে থাক্‌বে?

সুশীল মুখখানা ম্লান করে বললে,—সে ত পরের কথা কমলা, বর্ত্তমানে তোমাদের ছেড়ে কি করে যে কল্‌কাতায় গিয়ে থাক্‌বো তাই ভাব্‌ছি। তোমাকে একদিন না দেখে যে আমি থাক্‌তে পারিনে কমলা। পূর্ণ আবেগে সুশীলের মুখ হ'তে কথাগুলো

ঝরে পড়লো, আর কোথা হ'তে লজ্জা এসে তার সারা চোখ মুখ ছেয়ে ফেল্‌লে। সুশীল লজ্জাবনত মুখে হতভম্বের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলো।

কমলারও মুখ চোখ লজ্জায় রাঙিয়ে উঠ্‌লো। এক ঝলক হেসে সে বল্‌লে,—ক্রমে সয়ে যাবে। এখন যতটা মনে হচ্ছে, তখন আর ততটা হ'বে না। পরে গলার স্বরটা একটু খাটো করে বল্‌লে,—পরে হয় ত আর আমার কথা মনেই থাক্‌বে না।

সুশীল কেমন উত্তেজিত হ'য়ে বল্‌লে,—কি বল্‌ছো কমলা? হয় ত সবাইকে একদিন ভুল্‌তে পারি, কিন্তু তোমাকে নয়। তোমাকে যে আমি নিজের প্রাণের চেয়েও ভালবাসি, কমলা। তোমাকে কাছে পেলে আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাই। জানি না তুমি আমায় তেমন ভালবাস কিনা?

কমলার দু'চোখ বয়ে ঝর ঝর করে জল পড়্‌তে লাগ্‌লো। মনে হ'ল বলে, এখনও তুমি আমায় চিন্‌তে পারলে না—তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব—আমি যে তোমারই, আর কারো নয়। কমলা মুখ ফুটে সে কথা বল্‌তে পারলে না, আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছ্‌তে লাগ্‌লো।

সুশীল বল্‌লে,—কাঁদ্‌ছো কমলা? ছিঃ, তোমার চোখে যে আমি জল দেখ্‌তে পারি নে।

তারপর সুশীল উঠে এসে কমলার চোখের জল মুছিয়ে দিতে

চেষ্টা করলে, কিন্তু চোখ উপ্‌ছে যেন জলধারা পড়তে লাগ্‌লো।

সুশীল মুখখানা ম্লান করে বল্‌লে,—এ রকম করলে আমার কল্‌কাতায় যাওয়া হ'বে না কমলা।

এবার কমলা উচ্ছ্বসিত স্বরে বল্‌লে,—না না, ডাক্তার তোমাকে হ'তেই হ'বে। আর আমি শুধু সেই দিনের আশায় থাক্‌বো।

সুশীল কমলার মুখখানি সস্নেহে মুখের কাছে এনে বল্‌লে,—বল, ততদিন, অন্ততঃ ততদিন আমার প্রতীক্ষায় থাক্‌বে ?

উভয়ের দেহ ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো, প্রাণের মধ্যে বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল, আর বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগ্‌লো। কমলার স্ফুরিত অধর ও আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে সুশীল মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর কোথা দিয়ে কি হ'য়ে গেল, সুশীল কমলার কুসুম কোমল গোলাপী অধরে একটা চুম্বন রেখা অঙ্কিত করে দিয়ে ঘর ছেড়ে ছুটে পালিয়ে গেল। আর কমলা থতমত খেয়ে বিহ্বল দৃষ্টি তুলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলো।

৭

সুশীল কল্‌কাতায় পড়্‌তে চলে গেল। লক্ষ্মীকান্ত বাবু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

সুশীল কলেজ হোষ্টেলে থেকে পড়তে লাগ্‌লো। বৈকাল হ'লে সময় যেন তার কাট্‌তো না। মনে পড়্‌তো তার কমলাকে। আর মনে পড়তো পুরাতন কত খেলা যা নিত্য সে তাকে নিয়ে খেল্‌তো। সময়ে সময়ে তার মনে হ'ত কমলাও ঠিক তারই মত কত কথা ভাব্‌ছে; আর দিনের পর দিন গুণ্‌ছে।

মানস চক্ষে সুশীল যেন দেখ্‌তে পেত সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কমলা অভ্যাসমত নীল ডুরে সাড়ী পরে তারই প্রতীক্ষায় বসে আছে, আর মাঝে মাঝে উৎসুক চাহনী নিক্ষেপ করে চেয়ে আছে

তাদেরই বাগানের রাস্তার দিকে, যেন প্রতি মুহূর্ত্তে সে তারই আগমন প্রতীক্ষা করছে। সুশীলের ব্যাকুল হিয়া উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌তো ও সে চঞ্চল চরণে হোষ্টেল ছেড়ে একেবারে সরাসর গঙ্গার ধারে এসে হাজির হ'ত—যদি বাহিরের মুক্ত বাতাসে তার প্রাণের শান্তি ফিরে আসে।

কলেজের ছুটী অফুরন্ত। সুশীলের তা মনে হ'ত না। ছুটীর সঙ্গে সঙ্গে সে দেশে এসে পৌঁছে যেত ও কোন রকমে বাড়ীতে একবার দেখা দিয়ে সরাসর কমলার কাছে এসে হাজির হ'ত। তারপর কথার পর কথা, নূতন ধরণের কত কথাই সে অনর্গল বকে যেত, যেন ফুরুতে চাইত না, আর কমলার মুগ্ধ হিয়া সেই কথার স্রোতে ডুবে থাক্‌তো।

লক্ষ্মীকান্তবাবু পুত্রের এভাব দেখে বড়ই চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। তিনি একদিন গিন্নিকে চুপি চুপি বল্‌লেন,—তাই তো, ছেলে বাড়ী এসেই ছোটে হাঘরে বামুনের বাড়ী। শুন্‌তে পাই সব সময় ধিঙ্গি মেয়েটার সঙ্গে কি ভিটির ভিটির করে। এমন ভাবে মেলামেশা করতে দেওয়া ঠিক নয়। ভয় হয় কি জানি কি করে বসে—তুমি ত সে দিকে কোন লক্ষ্যই রাখ না।

গিন্নি ফোঁস্ করে উঠে বল্‌লেন,—লক্ষ্য আবার কি রাখ্‌বো? ছেলেবেলার আলাপ পরিচয়। সহজে কি ভোলা যায়? মাসে ক'বারই বা বাড়ী আসে, আর থাকেই বা ক'দিন? তোমার

যেমন কথা। আর কি বা সে করবে? সুশীল আমার তেমন ছেলে নয়। আর সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েটী যেন নিখুঁত লক্ষ্মী প্রতিমে। অমন মেয়ে হাজার করা একটা দেখা যায় না, অনেকে লুফে নেবে।

কর্ত্তা খুব রেগে গিয়ে বললেন,—হ্যাঁ হ্যাঁ, অমন মেয়ে ঢের দেখেছি। এক পয়সা যার খরচ করবার মুরোদ নেই, তার মেয়ে আবার অমনি বিকোবে। ভবনাথ ও তার বৌয়ের আক্কেলটা কি আমি বুঝতে পারিনে। তারাই বা জেনে শুনে কি করে মেয়েকে প্রশ্রয় দেয়?

গিন্নি একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন,—তুমি যেন আড়িপেতে দেখতে গিয়েছ, না?

কর্ত্তা বললেন,—আরে তিলে হাঁড়ির মত চটে যাচ্ছ কেন? ছেলেটীকে কোন রকমে হাত করতে পারলেই ত তাদের লাভ। ছেলে যদি আজ বলে বসে ঐ মেয়ে ছাড়া বিয়ে করবে না, তখন কি হ'বে বল তো? শেষে কি একটা হাঘরের মেয়ে ঘরে নিয়ে আসবো,—না আছে কুল, না আছে শীল,—পরিচয় পর্য্যন্ত দেওয়া যাবে না।

গিন্নি এবার একটু থতমত খেয়ে বললেন,—একেবারে রাম না হ'তে রামায়ণ। কি যে বল? দেখই না কোথায় জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। তবে কি জান—মেয়েটীকে আমার খুব পছন্দ হয়।

কর্ত্তা মুখখানি অস্বাভাবিক গম্ভীর করে বল্‌লেন,—যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবো, সেই সরষেকেই যদি ভূতে পায়, তাহ'লে ওঝার বাবা এলেও কিছু করতে পারবে না। তবে এটা জেনে রেখো, আমি বেঁচে থাক্‌তে সে আশা পূর্ণ হবে না। আমার ছেলে কি ফেল্‌না ছেলে? কত লোক যেচে এসে পায় ধরবে, আর টাকা নিয়ে খোসামোদ করবে।

গিন্নি উত্তেজিত স্বরে বল্‌লেন,—তুমি ত ঐ জান,—টাকাই তোমার সব। টাকা কি কারো সঙ্গে যাবে? তা ছাড়া ছেলের পছন্দ নিয়েই কথা। আমাদের তো গঙ্গামুখো পা হ'য়েছে। আর ক'দিনই বা বৌ নিয়ে ঘর করবো?

কর্ত্তা মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে বল্‌লেন,—সে হয় না। রক্ রকে দশ দশটী হাজার টাকা, আর সুরূপা মেয়ে। ওদের জন্যই ত সব, ওদের জন্যই ত সব। এই বল্‌তে বল্‌তে তিনি বাইরে চলে গেলেন।



মাঝে সুশীল প্রায় দু'মাস বাড়ী এ'ল না। লক্ষ্মীকান্তবাবু চিঠি দিয়ে পুত্রকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ঘন ঘন বাড়ী এলে লেখা পড়ার ব্যাঘাত হ'বে।

সুশীল ছিল খুব অভিমানী। সে আঁচে আঁচে সব বুঝে নিল। বাড়ী আসা ত দূরের কথা, এমন কি একখানা চিঠি দিয়েও সে বাড়ীর খোঁজ নিলে না।

আগে সুশীল প্রায়ই মাকে চিঠি লিখ্তো ও প্রত্যেক চিঠিতে বাড়ীর খবর জান্‌তে চাইতো। আবার সময়ে সময়ে মাসীমাকেও চিঠি দিয়ে সকলের সংবাদ নিত।

হঠাৎ চিঠি বন্ধ হওয়ায় মায়ের মন অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। তিনি বৈকালে কমলাদের বাড়ীতে এসে দেখা দিলেন, যদি পুত্রের কোন খবর পান।

কমলার মাতা ব্যস্ত হ'য়ে একখানা আসন পেতে দিয়ে বল্‌লেন,—বসো বসো দিদি, সুশীলের খবর ভাল তো? অনেক দিন হ'ল সে বাড়ী আসেনি।

সুশীলের মা বল্‌লেন,—সুশীলের খবরের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে তোমার কাছে এলাম। তুমিও দেখ্‌ছি তাহ'লে কোন খবর পাওনি। সে তো এমন চুপ করে থাকে না।

কমলার মা বল্‌লেন,—ভালই আছে দিদি। হয় ত পড়ার চাপে সময় করে চিঠি দিতে পারে নি। তবুও সুশীলের জন্য তাঁর মনটা যেন কেমন ছ্যাঁক করে উঠ্‌লো।

কমলাও কাছে বসেছিল। সুশীলের মা মেয়েটীর পানে এক দৃষ্টে চেয়েছিলেন। যতই তিনি দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, ততই দেখ্‌বার স্পৃহা যেন তাঁর বেড়ে যেতে লাগ্‌লো। তিনি সস্নেহে কমলাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে মুখখানি সাদরে জড়িয়ে ধরে বল্‌লেন,—কমলা ত কমলা, মায়ের আমার যেমন রূপ—তেমনি মুখ চোখ।

কমলার মা বল্‌লেন,—রূপে আর কি হয় দিদি। মেয়ে তো বড় হ'য়ে উঠ্‌ছে; বিয়ের যে কি করি ভেবেই পাচ্ছিনে। গরীবের মেয়ের আবার রূপ।

সুশীলের মা বল্‌লেন,—এ মেয়ের আবার বিয়ের ভাব্‌না? কত লোক সেধে নেবে।

কমলার মুখখানা লজ্জায় লাল হ'য়ে গেল। সে আস্তে আস্তে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

কমলার মা বল্‌লেন,—বাড়ীর লোক তো কোন কথাই বলেন না। বিয়ের কথা পাড়্‌লে বলেন—মেয়ে তো ছোট, বড়ই হোক্, তারপর বিয়ের ভাব্‌না ভাবা যাবে।

সুশীলের মা বল্‌লেন,—সে কথা তিনি কিছু অন্যায় বলেন নি। তবে এখন থেকে চেষ্টা করাই ভাল। তারপর ঢোক্ গিলে তিনি বল্‌লেন,—আমার ইচ্ছা ছিল কমলাকে নিজেই নিয়ে নেবো; কিন্তু কর্ত্তা একেবারে বেঁকে বসেছেন।

কমলার মাতার অন্তঃস্থল হ'তে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস স্বতঃই ঝরে পড়লো।

সুশীলের মা অনুমানে সব বুঝে নিয়ে বল্‌লেন,—ভবিতব্যের কথা কিছু বলা যায় না। মেয়ে যে হাঁড়িতে চাল দিয়েছে, সেখানেই যেতে হ'বে। তবে বাপ মা'য়ের কাজ হচ্ছে চেষ্টা দেখা।

কমলার মা বল্‌লেন,—ইচ্ছা ছিল কমলার সমস্ত ভার তোমার উপর ফেলে দিব। এখন দেখ্‌ছি ভগবানের সে অভিপ্রায় নয়।

সুশীলের মা একটু ক্ষুন্নস্বরে বল্‌লেন,—আমারও তো সেই ইচ্ছা ছিল। তবে আমি চেষ্টা করবো যদি কর্ত্তার মত ফেরাতে পারি। আজ তা'হ'লে উঠি।

সঙ্গে সঙ্গে সুশীলের মা ঘরের বাহির হ'য়ে পড়লেন। কমলার মা বহিঃপ্রাঙ্গন পর্য্যন্ত তাঁর পিছু পিছু এলেন ও বল্‌লেন,—আমার কথাটা মনে থাকে যেন দিদি; তোমায় আর বেশী কি বল্‌বো।

৯

সুশীলের অনেক কথাই মেজবৌদি জানতেন। তাঁর চোখ এড়িয়ে সে কোন কাজই করতে পারতো না। সুশীলও মনে মনে মেজ বৌদিকে যথেষ্ট ভাল বাসতো।

পূর্ব্বে একবার সুশীল কমলার জন্ম একটা নাম খোঁদাই করা সেফ্‌টীপিন ও অন্যান্য দু'চারটী জিনিষ কল্‌কাতা থেকে এনে অতি সন্তর্পনে নিজ বাক্সের মধ্যে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু পাছে কেউ জানতে পারে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি রাখ্‌তে গিয়ে বাক্সে চাবী দিতে কেমন ভুল হ'য়ে গেল।

মেজ বৌদি ছিলেন ওৎ পেতে। সুশীল ঘরের বাইরে যেতে না যেতেই তিনি বাক্স খুলে সমস্ত জিনিষগুলি নিজের করায়ত্ত করে নিলেন ও মনে মনে খুব খানিক হেসে নিলেন।

বৈকালে বাক্স খুলেই সুশীল মাথায় হাত দিয়ে মেঝের উপর বসে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে মেজ বৌদি ঘরে ঢুকেই বল্‌লেন,—এ কি ঠাকুর পো কি হ'ল ? একেবারে যে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছ ?

সুশীল থিড়ি মিড়ি খেয়ে উঠে দাঁড়াল ও চোরের ন্যায় সঙ্কোচ-সূচক দৃষ্টি তুলে আমতা আমতা করে বল্‌লে,—এই একটা—একটা জিনিষ বাক্সে খুঁজে পাচ্ছি না।

বৌদি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন,—বাক্সের জিনিষ যাবে কোথায় ঠাকুর পো ? বাক্সে কি চাবী দেওয়া ছিল না ?

সুশীল বল্‌লে,—কি জানি বৌদি, এসে দেখছি তো খোলা।

বৌদি মুচ্‌কে হেসে বল্‌লেন,—তুমি যে কি বল্‌ছো ঠাকুর পো, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। কে আর তোমার বাক্স খুল্‌তে যাবে ? বাক্সে আছে তো বই ?

সুশীল কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল, ধীরে ধীরে বল্‌লে,—হ্যাঁ, তাই বটে, কিন্তু—

বাধা দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বৌদি বল্‌লেন,—তার জন্য আবার মাথায় হাত দিয়ে ভাব্‌বার কি আছে ? বই যদি একখানা খোয়াই গিয়ে থাকে, আমি তার দাম দিয়ে দিচ্ছি।

সুশীল ভয়ে ভয়ে বল্‌লে,—বই নয় বৌদি, সে একটা জিনিষ।

বৌদি খুব জোরে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন,—একটা জিনিষ তো বটে, কিন্তু তার তো একটা নাম আছে। কোন প্রেম পত্র নাকি যে বল্‌তে এত ভয় পাচ্ছ।

সুশীল বল্‌লে,—যাও বৌদি, যখন তখন ঠাট্টা ভাল লাগে না।

বৌদি খুব নিকটে সরে এসে ততোধিক জোরে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন,—তা যাই কেন বলনা ঠাকুরপো, না শুনে যাচ্ছি না। মনের মানুষের অদর্শনেও যে কেউ এমন মাথায় হাত দিয়ে বসে না। সত্যি বলনা ঠাকুরপো কে সেই ধনী? ভয় নেই আমি কাকেও বলে দেব না।

সুশীল কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করে বল্‌লে,—কেন বাজে বক্‌ছো বৌদি?

বৌদি বল্‌লেন,—বেশ, তবে আর বাজে বক্‌বো না। কিন্তু যা গেছে, তার ব্যবস্থা না করে সেখানে যাবে কি করে? সেই বা কি মনে করবে?

সুশীলের মুখখানা কেমন ফ্যাঁকাশে হ'য়ে গেল, ভয়ে ও লজ্জায় মুখ দিয়ে কথা সরলো না।

বৌদি একেবারে কাছে এসে বল্‌লেন,—এই ধর ঠাকুরপো আর ভাব্‌তে হ'বেনা—নাও।

সুশীল যন্ত্র চালিতের ন্যায় হাতখানা বাড়িয়ে দিল ও সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জিনিষগুলো তার হাতে এসে পড়্‌লো। সুশীল অবাক হ'য়ে বৌদির মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

বৌদি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন,—ভয় নেই ঠাকুরপো, আমি কাকেও বল্‌বো না। তারপর হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি ঘরের বাহির হ'য়ে গেলেন।

আর সুশীল অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলো।

১০

সেদিন কলেজ হ'তে ফিরতেই সুশীল দেখ্‌তে পেলে খামে মোড়া তার একখানা চিঠি চিঠির বাক্সে পড়ে আছে। সে নিজ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলে ও বইগুলি যথাস্থানে রেখে দিয়ে পত্রখানি উন্মোচন করে পড়তে লাগ্‌লো। পত্রে লেখা ছিল :—

স্নেহের ঠাকুরপো,

তোমার খবর কি ? বাড়ী আসা যে একেবারেই ছেড়ে দিলে ? এ দিকে তোমার বিরহে আর একজন যে দিন দিন কৃশ হ'য়ে যাচ্ছে। সে দিন ঘাটের পথে কমলার সঙ্গে দেখা হ'ল। তার মুখে সে হাসি নাই, সে প্রফুল্লতা নাই—তার চোখে সে মনোহারী দীপ্তি নেই,—সে মিষ্ট মধুর চাহনী নেই। মনে হ'ল যেন একখানা

বিষাদ প্রতিমা গভীর বিষাদ জালে মগ্ন। চাতকপাখী যেমন জলের জন্য আকাশ পানে চেয়ে থাকে, সেও তেমনি ঠিক তোমার দর্শন লালসায় বসে আছে। এ নিষ্ঠুরতা তোমার সাজে না।

আর এক কথা, চিরদিনই কাকেও আশার কুহকে ফেলে রাখা উচিত নয়। সংসারে বাধা বিপত্তি অনেক। আর নিজের কার্য্য সিদ্ধি করতে হ'লে বাধা বিপত্তি গ্রাহ্য করলে চল্‌বে না। কমলাকে পাবার পথে অনেক অন্তরায়। প্রধান অন্তরায় বাবা, দ্বিতীয় অন্তরায় কমলার পিতার দারিদ্র। কাজেই তোমাকে তারই মধ্য দিয়ে পথ করে কমলাকে লাভ করতে হ'বে। আর সে সাহস যদি না থাকে ত তাকে মিছে আশার মধ্যে রেখে দেওয়া নীচ স্বার্থপরের কাজ হ'বে।

পত্রখানা পড়ে ছিড়ে ফেলে দিও ও একবার বাড়ী এসো। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা—

তোমার মেজবৌদি।

পত্র পেয়ে সুশীল বাড়ী এল। লক্ষ্মীকান্তবাবু পুত্রকে ডেকে পাঠালেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করে তিনি বল্‌লেন,—তুমি এখন বড় হয়েছ—বুঝ্‌তে শিখেছ। তবু দু'চারটা কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলা দরকার।

সুশীল হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলো।

পিতা বল্‌তে লাগ্‌লেন,—জান ত ছেলে বড় হ'লে তার সঙ্গে যুক্তি না করে কাজ করা ঠিক নয়, করলে ঠক্‌তে হয়।

সুশীল একটু বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে,—আমি আর কি বুঝি, দাদাদের মতেই আমার মত।

পিতা একটু হেসে বল্‌লেন,—তা আমি জানি বাবা, তবু—

বাধা দিয়ে সুশীল বল্‌লে,—আপনাদের মতেই আমার মত। তারপর ব্যস্ত হ'য়ে সে উঠ্‌বার চেষ্টা করলে।

পিতা বললেন,—এত ব্যস্ত হ'য়ে কোথায় যাচ্ছিস ?

সুশীল আম্‌তা আম্‌তা করে বল্‌লে,—ভাব্‌ছিলাম এই ফাঁকে পাড়াটা ঘুরে আসি।

পিতা রুক্ষস্বরে বল্‌লেন,—পাড়া বল্‌তে ত ভবনাথ পণ্ডিতের বাড়ী। যাও আপত্তি নেই, কিন্তু সেখানে যত কম যাও ততই ভাল। এখন বড় হ'য়েছ,—তাদের বাড়ী অত বড় অবিবাহিতা মেয়ে—এখন একটু সমৃঝে মেলামেশা করা দরকার। একেই তো কত লোকে কত কথা বলে। তারপর মেয়েটীর বিয়ে হওয়াই যে ভার হ'য়ে যাবে।

সুশীলের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। মুখখানা ছাইয়ের ন্যায় একেবারে সাদা হ'য়ে গেল, রক্তের কোন চিহ্ন সে মুখে দেখা গেল না।

পিতা আবার বল্‌লেন,—আগে ছেলে মানুষ ছিলে, কোন কথা বল্‌বার দরকার হয়নি। কিন্তু এখন সাবধান করে না দিলে আমার কর্ত্তব্যের ক্রটী হ'বে। তারপর তিনি নিজ কার্য্যে মন দিলেন।

সুশীল কোন রকমে টল্‌তে টল্‌তে গৃহের বাহির হ'য়ে গেল।

১১

সুশীলের মনের গতি স্থির ছিল না। কম্পিত চরণে মুখখানি আঁধার করে সে বাগানে এসে দাঁড়াল; আর সমস্ত দেহের মধ্য দিয়ে যেন আগ্নেয় গিরির ভীম কম্পন চল্‌তে লাগ্‌লো। সে আবার অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লো ও একটু একটু করে কমলাদের বাড়ী এসে থম্‌কে দাঁড়াল।

তখনও সন্ধ্যা হয়নি। কমলা রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। কড়ায় কি চড়ান ছিল, আর কমলা লোহার খুন্তি দিয়ে তাই নাড়াচাড়া কচ্ছিল।

কমলার পরণে ছিল একখানি লাল চওড়া পাড় সাড়ী, আর তার প্রান্তভাগ গলা বেষ্টন করে কটি দেশে জড়ান ছিল। মাথায় ছিল তার এক রাশ ঘন ভ্রমর কৃষ্ণ চুল, গুচ্ছাকারে সজ্জিত

দগ্ধ কাষ্ঠ খণ্ড মাঝে মাঝে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌ছিলো, আর তার সুগৌর অনলশিখা কমলার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানাকে যেন চুম্বন রাগে রঞ্জিত করে তুল্‌ছিল। কপোলে মুক্তা বিন্দুর ন্যায় স্বচ্ছ স্বেদবিন্দু এসে জমতে লাগ্‌লো, আর কমলা বাম হাতের কুসুম পেলব অঙ্গুলি দিয়ে স্বেদ বিন্দু সরিয়ে দিতে লাগ্‌লো।

সুশীল মুগ্ধ হ'য়ে কমলার মুখের পানে তাকিয়ে রইলো, চক্ষে পলক ছিল না। সুশীল বিহ্বল কণ্ঠে ডাক্‌লে,—কমলা।

সে স্বরে কমলা যেন চম্‌কে উঠ্‌লো। পরক্ষণেই উৎফুল্ল হ'য়ে সে বল্‌লে,—ভাল আছ তো সুশীলদা? কবে এ'লে?

সুশীল বল্‌লে,—হ্যাঁ, ভাল আছি। তুমি ভাল আছ তো? মাসীমা কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে সুশীল একখানা পিঁড়ি টেনে নিয়ে দাওয়ার উপর বসে পড়লো; কমলার হাতের পিঁড়ি হাতেই রয়ে গেল। কমলা পিঁড়িখানা মাটীতে রেখে বল্‌লে,—মা ঘাটে গেছেন, এলেন বলে।

সুশীল বল্‌লে,—মেসো ম'শায় কেমন আছেন? তাঁকে যে দেখ্‌ছি না?

কমলা বল্‌লে,—বাবা এই মাত্র পড়াতে গেলেন।

সুশীল বল্‌লে,—তুমি খুব রাঁধ্‌তে শিখেছ, না কমলা?

কমলার মুখখানা যেন লজ্জায় গাঢ় লাল হ'য়ে উঠ্‌লো

সে স্মিত হাসিরেখা মুখের উপর ফুটিয়ে তুলে বল্‌লে,—খুব না আরো কিছু—রাধ্‌তে হয় রাঁধি।

সুশীল হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে,—কিন্তু বেশ গন্ধ বেরুচ্ছে। সত্যি কি রাঁধ্‌ছিলে?

এক ঝলক হেসে কমলা বল্‌লে,—কি আবার? ডাঁটা পাতা দিয়ে একটা চড়্‌চড়ি।

সুশীল বল্‌লে,—সত্যি গন্ধে আমার খেতে ইচ্ছা করছে।

আর এক ঝলক হেসে কমলা বল্‌লে,—যাও, আর ঠাট্টা করতে হ'বে না। খেলে কিন্তু আর কোন দিন সে ইচ্ছা হ'বে না।

এমন সময় মাসীমা ঘাট হ'তে ফিরে এ'লেন। সুশীলকে দেখে সস্নেহে তিনি বল্‌লেন,—এইমাত্র শুন্‌লাম তুমি বাড়ী এসেছ। শরীর ভাল আছে তো বাবা?

সুশীল বল্‌লে,—তা আছে মাসীমা। কমলা দেখ্‌ছি খুব বড় রাঁধুনী হ'য়ে গেছে।

মাসীমা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন,—মেয়ে মানুষ, রান্না বান্নাই ত মেয়েদের গৌরবের জিনিষ; তোমাদের যেমন লেখাপড়া।

সুশীল বল্‌লে,—তা ত বটে মাসীমা, কিন্তু চড়চড়ির গন্ধে যে আমার জিভ্‌ দিয়ে জল পড়ছে। কমলাকে বল্‌লাম, সে বল্লে একদিন খেলে নাকি আর খেতে ইচ্ছা হ'বে না। সত্যি মাসীমা? আমার ত মনে হচ্ছে, একদিন খেলে রোজই খেতে সাধ্‌ যাবে।

রোজ পাব না বলেই বোধ হয় কমলা ওকথা বলেছে। কেমন মাসীমা ?

মাসীমা বল্‌লেন,—তা বাবা তোমার যদি খেতেই ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, খাও না। তবে কমলার হাতের রান্না বেশ ভাল।

কমলার মুখখানা লজ্জায় একেবারে ছেয়ে গেল ও আস্তে আস্তে সে বল্‌লে,—মার যেমন কথা।

সুশীল বল্‌লে,—তা যাই কেন বলনা, না খেয়ে উঠ্‌ছি না।

অগত্যা কমলা একখানা থালায় কিছু ডাল্‌না, কিছু চড়চড়ি ও খান চারেক রুটী সাজায়ে দিল।

সুশীল সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া সুরু করে দিল ও বল্‌তে লাগ্‌লো,—বাঃ, বেশ রান্না। তাইতো বলি, ভাল না হ'লে অমন গন্ধ বেরোয়।

কমলার বুকটা যেন আনন্দে দশহাত হ'য়ে গেল ও মুখখানা আনন্দে টল্‌মল্ করতে লাগ্‌লো।

১২

সুশীল এখন ডাক্তারী পড়ছে। কমলার আজও বিবাহ হয়নি। দু'চারটা সম্বন্ধ এসেছিল,—লক্ষ্মীকান্তবাবুর উদ্যোগে। কোন সম্বন্ধই ভবনাথবাবুর পছন্দ হ'ল না। তিনি বল্‌তেন,—চাল নেই চুলো নেই সেখানে দেবো মেয়ের বিয়ে। তার চেয়ে মেয়ে আইবুড়ো থাকে থাকুক্।

লক্ষ্মীকান্তবাবু বল্‌তেন,—এক পয়সার মুরোদ নেই, আবার কুলোপনা চক্কর। এখন না হয় চক্রবর্ত্তী বেঁচে আছে বলে একথা বলা সাজ্‌ছে। মরে গেলে মেয়েটা দাঁড়াবে কোথায়? একটা অবলম্বন ত চাই।

ভবনাথ পণ্ডিত সে কথা গ্রাহ্য করতেন না ; উত্তরে বল্‌তেন,—জীব দেছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। তাঁর ভাবনা তিনি ভাব্‌ছেন। তবু বাপ হ'য়ে মেয়েকে হাত পা ধরে কখনো জলে ফেলে দিতে পারবো না।

লক্ষ্মীকান্তবাবু চটে গিয়ে বল্‌তেন,—দশজনের অনুগ্রহের উপর যার জীবিকা-নির্ব্বাহ করতে হয়, তার মুখে একথা সাজে না। যত বড় মুখ না তত বড় কথা। চক্রবর্ত্তী বুঝি মনে করে তার মেয়ে অপ্সরা, স্বর্গ থেকে বিদ্যাধর ছুটে এসে মেয়েকে লুফে নিয়ে যাবে। এখন আর সে দিন কাল নেই—টাকা ফেলো, মাখো তেল। অমনি অমনি কাজ সারার দিন চলে গেছে।

এই ভাবে ভবনাথ পণ্ডিতের দিন কাটছিলো। একে মেয়ের বাড়ন্ত গড়ন, তার যৌবনে পা দিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। কূলে কূলে ভরা নদীর ন্যায় তার পরিপুষ্ট দেহলতিকায় জোয়ারের উচ্ছ্বাস লেগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিল।

পণ্ডিত মহাশয় আকুল হ'য়ে ভগবানকে ডাক্‌তেন,—উপায় বলে দাও প্রভু? তুমি যে দীনের প্রতিপালক, অসহায়ের সহায়।

১৩

মণিমালার অনেক দিন হ'ল বিয়ে হ'য়ে গিয়েছিল। দু'মাস শ্বশুর বাড়ী ঘর করে সম্প্রতি সে বাপের বাড়ী এসেছিল—স্বামী দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে। একে নব্য ছোক্‌রা নবভাবের ভাবী, তায় কলিকাতার উপকণ্ঠের বাসিন্দা; হাল ফ্যাসানের নিত্য নূতন বৈচিত্রে সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ থাক্‌তো তার সারা প্রাণ।

নামটী ছিল তার রথীন্দ্র। সব সময় ব্যস্ত থাক্‌তো সে নিজের সাজগোজ নিয়ে, আর চেষ্টা কর্‌তো সাজিয়ে তুল্‌তে নিজেকে আর্টের নূতনত্বে।

রথীন্দ্র ছিল সব সময় ফিট্‌ফাট্। ঘাড়ের পিছন দিকের চুল ক্লিপ দিয়ে সাহেবী ফ্যাসানে এমন ভাবে ছাটা থাক্‌তো যে মাথার পশ্চাদভাগের শাঁস পর্য্যন্ত দেখা যেত। সাম্‌নের সুদীর্ঘ চুল চেরা সীঁথির দুই পার্শ্বে স্তরে স্তরে সযত্নে বিছান থাক্‌তো, আর তার খানিকটা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে কপালের উপর ফেলে দিয়ে মাঝে মাঝে সে আয়নার সাম্‌নে এসে নিজের ভাবভঙ্গী দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যে'ত।

এ ছাড়া কাছে থাক্‌তো তার পকেট আয়না ও ছোট একখানি চিরুণী। চল্‌তে ফিরতে, কোথাও যেতে আস্‌তে সে খুলে ধরতো আয়নাখানা নিজের চোখের সাম্‌নে ও মুখের উপর স্মিত হাসি রেখা ফুটিয়ে তুলে ঝাঁ করে চিরুণী দিয়ে মাথার অসংযত চুল গুলিকে সে বিন্যস্ত করে দিত। তার বেশী দুঃখ ছিল গোঁপ জোড়াটাকে নিয়ে, শত চেষ্টা করেও সে বাগে আন্‌তে পারতো না। তাই বোধ হয় আশপাশ সমস্ত নির্ম্মূল করে দিয়ে মাঝখানে সামান্য একটু রেখা সযত্নে সে রক্ষা করে চল্‌তো।

বিয়ের দিন রথীন্দ্র বাসর ঘরে একবার কমলাকে দেখেছিল ও পরে জান্‌তে পেরেছিল যে সে মণিমালার বাল্যসখী।

কমলা সে চাহনীর তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে ফিরে এসেছিল—সখীর ভবিষ্যতের ভাবনা নিয়ে।

রথীন্দ্র ছাড়বার পাত্র নয়, সে স্ত্রীকে শুনিয়ে দিয়েছিল,—তোমার সখীটী বড় গর্ব্বিতা,—অত রূপের গরম ভাল নয়।

মণিমালা প্রতিবাদ করায় রথীন্দ্র বলেছিল,—পড়তো আমার পাল্লায়, একেবারে ঢিড্ হ'য়ে যেত। রূপ তো রূপ, অমন ঢের রূপ দেখেছি।

ভয়ে মণিমালার মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছিল।

১৪

বাপের বাড়ী আসার পরদিনই মণিমালা কমলার সঙ্গে দেখা করলে।

অনেক দিন বাদে দুই সখীর মিলন হ'ল। উভয়ে উৎফুল্ল হ'য়ে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণের জন্য স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কমলা সখীর মুখের কাছে মুখখানা রেখে বল্‌লে,—শ্বশুর বাড়ী গিয়ে তুই রোগা হ'য়ে গিয়েছিস্।

মণিমালা একটু হেসে বল্‌লে,—সকলে বল্‌ছে মোটা হ'য়েছি, আর তুই কিনা বল্‌লি রোগা হ'য়ে গেছি। আমি তো বরং দেখ্‌ছি তুইই রোগা হ'য়ে গেছিস্। তা চিরদিনই কি আইবুড়ো থাক্‌বি নাকি? সুশীলদারও তো বিয়ে থাওয়ার নাম নেই।

না হয় ধরে করে মালা বদল করে ফেল, ছেলেবেলার বর বৌ খেলা সার্থক হোক্।

কমলার মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য আরক্তিম হ'য়ে উঠ্লো। সে জোর করে মুখে হাসি এনে বল্লে,—সে তো পরের কথা ভাই, আগে তো তোর খবর সব শুনি। শুন্লাম বাহনটাকে তো সঙ্গে নিয়ে এসেছিস্। ফেলে রেখে আস্তে বুঝি সাহস হ'ল না?

মণিমালা কেমন গম্ভীর হ'য়ে বল্লে,—কি জানি ভাই, দয়া হ'ল সঙ্গে এলেন। আসা না আসা তো আমার ইচ্ছাধীন নয়।

কমলা মনের মধ্যে কেমন এক প্রকার বেদনা অনুভব করলে, পরে ধীরে ধীরে বল্লে,—তোর বর তোকে ভালবাসে তো?

মণিমালার চোখ্ দিয়ে দু'ফোঁটা জল ঝরে পড়্লো, মুখ দিয়ে কথা সরলো না।

কমলা ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে,—বল্ ভাই, সত্যিই তোকে ভালবাসে তো?

মণিমালা যেন চোখের জল সম্বরণ করতে পারলে না, ঝর ঝর করে দু'চোখ্ ছাপিয়ে জল ঝরে পড়্তে লাগ্লো।

কমলা সখীর মুখখানাকে সাদরে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চোখের জল মুছে দিতে দিতে বল্লে—কাঁদিস্নে ভাই, তোর চোখে জল দেখ্লে আমার বড় কষ্ট হয়। এর চেয়ে যে বিয়ে না হওয়াই ভাল ছিল।

মণিমালা ধরা গলায় বল্‌লে—ঠিক বলেছিস্ ভাই। কিন্তু এখন আর সে কথা বলে লাভ কি? নির্ব্বাক হয়ে সহ্য করাই মেয়েদের প্রধান ধর্ম্ম! ওসব কথা ছেড়ে দে ভাই, বাপের বাড়ী এসে, তোকে দেখ্‌তে পেয়ে, তোর সঙ্গে কথা ক'য়ে আজ পুরাণো কত কথাই আমার মনে পড়্‌ছে। মনে হচ্ছে কি জানিস্? যেন আমরা দু'জনেই ঠিক সেই রকম ছোট আছি; এখনই বাগানের খেলা ঘরে খেল্‌তে যাবো, আর সুশীলদা এসে আমাদের দু'জনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঝগড়া বাধিয়ে দেবে। আর আজ?

কমলা মুখখানা আঁধার করে বসে রইলো,—মণিমালার মর্ম্মন্তুদ দুঃখে তার বুকখানা যেন ফেটে যাবার উপক্রম হ'ল।

মণিমালা ধীর ও স্থির ভাবে বল্‌লে—সুশীলদার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হ'য়নি ভাই। জানি না আর দেখা হ'বে কিনা।

কমলা বল্‌লে,—সুশীলদা প্রায়ই বাড়ী আসে, এলেই দেখা হ'বে। তুই তো কিছুদিন থাক্‌বি?

মণিমালা অত্যধিক গম্ভীর স্বরে বল্‌লে,—কি করে সে কথা বল্‌বো ভাই? কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম। মেয়েদের কোন স্বাধীন ইচ্ছা নেই। পরে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে,—বিয়ে হ'লে সে কথা বুঝ্‌তে পারবি—এখন নয়।

কমলা বল্‌লে,—আমি আর সে কথা বুঝ্‌তে চাইনে ভাই।

কমলার গালে মৃদু আঘাত করে মণিমালা বল্‌লে,—বিয়ের

আগে অমন সবাই বলে, তবে সুশীলদার সঙ্গে যদি মালাটা বদল করে নিতে পারিস্ তো বড়ই ভাল হয়। এখনও সুশীলদা তো তোকে তেমনি ভালবাসে ?

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোর কেবল ঐ এক কথা। যাঃ, জানিনে। এই বলে কমলা সখীর মুখখানা টিপে ধরলে।

মণিমালা বল্‌লে,—তবে আজ যাই ভাই, আর একদিন আস্‌বো।

কমলা হাস্‌তে হাস্‌তে বললে—কেন, না দেখ্‌তে পেলে তিনি হাম্‌লে উঠ্‌বেন নাকি ?

মণিমালা বল্‌লে,—না, ঠিক তা নয়, তবে খুব খানিক গোঁসা হবে।

তারপর মণিমালা ধীরে ধীরে গৃহের বাহির হ'য়ে গেল।



শশুর বাড়ী এসে রথীন্দ্র সকাল সন্ধ্যায় ঘুরে বেড়াত লক্ষীকান্তবাবুদের বাগান সংলগ্ন পুষ্করিণীর আশে পাশে; আপন মনে শিস্ দিতে দিতে, আর তার দীপ্ত চোখের চাহনি যেন উৎসুক হ'য়ে ভেসে বেড়াত কার সন্ধানে।

সে দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কমলা ঘাটে এ'ল; মৃদু মন্থর গতিতে, কক্ষে নিয়ে পিতলের কলসী। রথীন্দ্রের মনটা লাফিয়ে উঠ্‌লো। ঝাঁ করে পকেট হ'তে আয়নাখানা বার করে একবার মুখখানা দেখে নিল। তারপর শিসের গমক থমকে থমকে জোরে জোরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো, ফুটিয়ে তুলে ডি, এল্ রায়ের সেই মন মাতান সুর—"আমার কুটীর রাণী সে যে গো, আমার হৃদয় রাণী।"

কমলা তখন জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে গাত্র মার্জ্জনা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। হঠাৎ শিসের শব্দ তার কাণে গেল ও চোখ চেয়ে দেখ্‌লে কে যেন বাগানের চারাগাছ গুলোর ফাঁক দিয়ে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দূর হ'তে সে ভাল চিন্‌তে পারলে না; তবে মুহূর্ত্তের জন্য তার মনটা কেমন কেঁপে উঠ্‌লো। কমলা তাড়াতাড়ি গাত্রবস্ত্র সংবৃত্ত করে নিয়ে জল হ'তে উঠে পড়্‌লো ও জলভরা কলসীটী কক্ষে নিয়ে চঞ্চল চরণে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হ'ল।

বাগানের কাছাকাছি আস্‌তেই রথীন্দ্রের সহিত কমলার দেখা হ'ল। রথীন্দ্র প্রস্তুতই ছিল। কোন রূপ দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করে সে বল্‌লে,—কেমন আছেন? আজ দু'দিন হ'ল এসেছি; কিন্তু কই আপনাকে ত দেখ্‌তে পাইনে। এমন করলে আপনাদের এখানে আসা বন্ধ করে দিতে হ'বে।

কমলার আপাদ মস্তক জলে গেল। কোন উত্তর না দিয়ে সে আরো দ্রুত গতিতে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লো।

রথীন্দ্র অগ্রসর হ'তে হ'তে বল্‌লে,—আপনাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম। ভাগ্যি ভাল পথেই দেখা হ'য়ে গেল।

কমলা তবুও কিছু উত্তর দিল না, বিমূঢ়ের ন্যায় লজ্জায় জড়সড় হ'য়ে চরণের গতি দ্রুত চালাতে লাগ্‌লো; আর হঠাৎ

ছলাৎ করে জল কলসীর মুখে ছিট্‌কে উঠে তার বুক ব'য়ে ঝরে পড়তে লাগ্‌লো।

সিক্ত বসনে কমলার রূপধারা যেন উপ্‌ছে পড়্‌তে লাগলো। রথীন্দ্র নিস্পলক নেত্রে সেই রূপধারা পান কর্‌তে কর্‌তে মন্থর গতিতে তার অনুগামী হ'তে লাগ্‌লো ও কলসীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তার কাণে এসে যেন ইমনের করুণ রাগিণীর ন্যায় ধ্বনিত হ'তে লাগ্‌লো।

বাগানের পথ পার হ'তেই সাম্‌নে পড়লেন লক্ষ্মীকান্তবাবু। কমলা হাঁপাতে হাঁপাতে পাশ কাটিয়ে বাড়ীর পথে ঢুকে পড়লো। আর রথীন্দ্র সাম্‌নে এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে বিহ্বল দৃষ্টে একবার তাকিয়ে ধরা গলায় বল্‌লে,—ভাল আছেন তো?

লক্ষ্মীকান্তবাবুর তখনও লক্ষ্য ছিল কমলার দিকে। তিনি দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বল্‌লেন,—এখন কোথায় যাওয়া হচ্ছে বাবাজী?

কোন রকম সঙ্কোচ না করে রথীন্দ্র বল্‌লে,—এই যে—পণ্ডিত ম'শায়ের ওখানে।

লক্ষ্মীকান্তবাবু একটু হেসে বল্‌লেন,—তা বেশ, বেশ। মণিমালা ও কমলা তো অভেদাত্মা। তা বাবাজী, কমলার জন্ত একটা বর দেখে শুনেই দাওনা।

রথীন্দ্র হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে,—তার জন্ত আবার ভাবনা।

আমারই তো একজন খুড়্তুতো ভাই আছে। অনুমতি দেন তো সব ঠিক্ ঠাক্ করে ফেলি।

লক্ষ্মীকান্তবাবু বল্লেন,—তা তো করবে, কিন্তু ভবনাথ পণ্ডিতের অবস্থা তো জান?

রথীন্দ্র একগাল হেসে বল্লে—সে কথা আর বল্‌তে হ'বেনা। দেনা পাওনায় আট্‌কাবে না—একথা আমি বল্‌তে পারি। মমন দেখ্‌তে, আমি মত দিলেই হ'বে।

লক্ষ্মীকান্তবাবু বল্লেন—বেশ, বেশ, দুই সখী এক জায়গায়—একই বাড়ীতে থাক্‌বে। কি বল বাবাজী?

রথীন্দ্র ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে দিল। তারপর উভয়ে ঐ বিষয় আলোচনা করতে করতে পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী এ'সে উপস্থিত হ'ল।

১৬

রথীন্দ্রের প্রস্তাব পরদিন পণ্ডিত মহাশয় বাড়ীতে তুল্‌লেন।

কমলা এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিল। রথীন্দ্রের নামোল্লেখে তার সমস্ত রক্ত যেন গরম হ'য়ে উঠ্‌লো। পিতার মুখের উপর সে জানিয়ে দিল যে সে বরং আজীবন কুমারী থাক্‌বে তবু ওখানে বিবাহ করতে রাজী নয়।

অগত্যা ভবনাথবাবু সেই কথাই লক্ষ্মীকান্তবাবুকে জানিয়ে দিলেন।

রাগে গর্‌ গর্‌ কর্‌তে কর্‌তে লক্ষ্মীকান্তবাবু সেই দিনই ভবনাথ পণ্ডিতের বাড়ী এসে হাজির হ'লেন ও বল্‌লেন,—আচ্ছা

ভবনাথ, তুমি কি মনে করেছ মেয়েকে চিরদিন আইবুড়ো করে রেখে দেবে। তোমার মতলবটা কি আমি শুন্‌তে চাই।

ভবনাথ আমতা আমতা করে বল্‌লে,—মেয়ের অমত দাদা, কি করি বল?

লক্ষ্মীকান্তবাবু রোষে ফুলে উঠে বল্‌লেন,—মেয়ের অমত না আরো কিছু। তবে মেয়েকে বলো বর জুটিয়ে নিতে। এর পর যে বিয়ে হওয়াই ভার হ'য়ে উঠ্‌বে। সে কথাটা কি একবার ভেবে দেখ্‌ছো না?

ভবনাথবাবুর মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। মনে হ'তে লাগ্‌লো যেন তাঁর শ্বাস বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে। কোন রকমে মুখে কথা এনে তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লেন,—তাই তো কি যে করি? মেয়ের অমতে কথা দিতে যে মন চায় না।

লক্ষ্মীকান্তবাবু উদ্ধত স্বরে বল্‌লেন,—মেয়ের মতামতের কথা ছেড়ে দাও, ভবনাথ। কোন ত খোঁজ খবর রাখ না। মেয়ের চাল চলন বড় ভাল দেখ্‌ছি না। তোমরা মনে করছো মেয়ে এখনও কচি খুকী আছে। তা নেই, ভবনাথ।

ভবনাথবাবু ক্ষুব্ধ ও ক্লিষ্ট কণ্ঠে বল্‌লেন,—মেয়ে তো আমার তেমন নয় দাদা।

লক্ষ্মীকান্তবাবু স্বরটা একটু নরম করে আস্তে আস্তে বল্‌লেন,—

লোকের মুখ তো আর চাপা দেওয়া যায় না। এই যে সে দিন সন্ধ্যার সময় কাপড় কাচ্‌তে গিয়ে জলের ঘাটে রথীন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ও তাকে সঙ্গে করে ডেকে নিয়ে আসা—এসব যদি জান্‌তে তাহ'লে আর মেয়ের অমতের কথা মনে স্থান পেত না। সে হ'ল আমাদের দেশের জামাই, আর তার সঙ্গে কিনা এই আচরণ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। লজ্জায় ঘাড় হেঁট্ হ'য়ে আসে ভবনাথ।

ভবনাথবাবুর সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল। তিনি উত্তেজিত স্বরে বল্‌লেন,—আমি বিশ্বাস করি নে। আমার মেয়েকে আমি যত চিনি এমন আর কেউ চেনে না। তবে মেয়ে আমার বড় হয়েছে, তার অমতে আমি কোন কাজ কর্‌তে পারবো না। শেষে কি বাপ হ'য়ে মেয়ের অকাল মৃত্যু চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে হ'বে ?

লক্ষ্মীকান্তবাবু এ উত্তর আদৌ প্রত্যাশা করেন নি। তিনি ততোধিক উত্তেজিত স্বরে বল্‌লেন,—কিন্তু মনে রেখো ভবনাথ, সমাজ আছে। সংসারে থাক্‌তে হ'লে তার অনুশাসন মেনে চল্‌তে হয়।

ভবনাথবাবু অপ্রকৃতিস্থের ন্যায় বল্‌লেন,—সমাজ আছে স্বীকার করি; কিন্তু তার যথেচ্ছাচার মান্‌তে রাজী নই।

লক্ষ্মীকান্তবাবু বল্‌লেন,—দশ জনকে নিয়েই সমাজ। সেখানে বাস করতে হ'লে তার অনুশাসন মান্‌তেই হ'বে, নচেৎ সেখানে বাস করা চলে না।

ভবনাথবাবু বল্‌লেন,—এই ? তার জন্ত আবার ভাবনা ? তাই হ'বে,, তবুও সমাজের অযথা অত্যাচার মাথা পেতে নিতে রাজী নই। সমাজের যত শাসন গরীবের উপর, না ?

লক্ষ্মীকান্তবাবু বল্‌লেন,—কাজটা ভাল করলে না, ভবনাথ, শেষে কিন্তু পস্তাতে হ'বে।

ভবনাথবাবু কোন উত্তর দিলেন না ; আপন মনে কি যেন চিন্তা করতে লাগ্‌লেন।

১৭

সেই দিনই কমলা ও রথীন্দ্রের ব্যাপারটা গ্রামময় রাষ্ট্র হ'য়ে গেল, অভিনব ভাবে। গ্রামের সর্ব্বত্র মাঠে ঘাটে, চলতে ফিরতে ঐ এক কথা—এক আলোচনা। আবার কেউ কেউ উপযাচক হ'য়ে পণ্ডিত মহাশয়কে শুনিয়ে দিল,—এ কাজটা কমলার পক্ষে বড়ই গর্হিত হ'য়েছে।

পণ্ডিত মহাশয় নীরবে শুনে গেলেন। তিনি জানতেন যে লক্ষ্মীকান্তবাবু সহজে তাঁকে নিষ্কৃতি দিবেন না।

পণ্ডিত মহাশয়ের গভীর নিস্তব্ধতা অনেকের মনে সন্দেহের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। আবার কেউ কেউ ছুটে গেল রথীন্দ্রের সন্ধানে, ঘটনার যাথার্থ নিরূপণ করতে। কিন্তু যখন তারা শুনলে

যে রথীন্দ্র আগের দিনই চলে গেছে, তখন তাদের সন্দেহ দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হ'য়ে গেল।

সমাজপতিদের বৈঠক বসে গেল, কঠোর শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বিচার ও সঙ্গে সঙ্গে রায়—ভবনাথ পণ্ডিতকে সমাজ চ্যুত করা হ'ল।

কোন এক ছুটী উপলক্ষে সেদিন সুশীল এ'ল বাড়ী। গ্রামে ঢুকতেই অনেকে তাকে একথা শুনিয়ে দিল। সে মনে মনে শিউরে উঠ্‌লো। বাড়ী আস্‌তেই পিতা সব কথা অতিরঞ্জিত করে তার কাণে তুল্‌লেন ও সাবধান করে দিলেন সে যেন কমলাদের ওখানে না যায়।

সুশীল মুখখানা আঁধার করে সব শুনে গেল। কত সুখের স্বপ্ন রচনা করতে করতে দুই মাস পরে সে বাড়ী এ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে একি নিদারুণ সংবাদ! কমলা—শৈশবের ক্রিড়া সঙ্গিণী কমলা—কৈশোরের স্নিগ্ধভরা আবেশময়ী কমলা—যৌবনের চিরজাগ্রত আনন্দময়ী কমলা। অসম্ভব। সুশীলের মন গর্জ্জে উঠ্‌লো; মান্‌তে চাইলে না কোন যুক্তি—শুন্‌তে চাইলে না কোন কথা—শুধু ব্যগ্র হ'য়ে আকাঙ্ক্ষা করতে লাগ্‌লো—একবার—একবার তাকে দেখ্‌তে—নয়ন ভরে দেখ্‌তে। তীব্র উন্মাদনায় পিতার সাবধান বাণী কোথায় ভেসে চলে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ধরণী বক্ষঃ ছেয়ে ফেলেছিল। সন্ধ্যার

আঁধারে গা মিশিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে সে বাড়ীর বাহির হ'য়ে পড়্লো ও নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে সকলের অলক্ষিতে বাগানের পথ অতিক্রম করে সে একেবারে কমলাদের বাড়ী এসে উপস্থিত হ'ল।

পণ্ডিত মহাশয় বাড়ী ছিলেন না। কমলার মাতা আহ্নিক কর্তে বসেছিলেন। আর কমলা দাওয়ায় বসে হ্যারিকান লণ্ঠনের আলোকে মহাভারত পাঠে রত ছিল।

হঠাৎ জুতার শব্দে কমলা চম্‌কে উঠে বল্‌লে,—কে?

আমি, কমলা;—এই বলে সুশীল মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর—সেই পরিচিত আহ্বান। কমলা পুলকিত হ'য়ে বল্‌লে,—সুশীলদা। তা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

তারপর মুখখানা আঁধার করে সে বল্‌লে,—আস্‌তে ভয় হচ্ছে বুঝি? তা তোমার দোষ নেই সুশীলদা, আজ যে সমাজের চক্ষে আমরা হেয়—ঘৃণ্য—পতিত।

একটা বুকভাঙা নিঃশ্বাস সুশীলের অন্তঃস্থল হ'তে বিনির্গত হ'ল ও তার তীব্রতা খানিকটা যেন কমলার বুকে গিয়ে বেজে উঠ্‌লো। সুশীল ব্যথিত কাতর আঁখি কমলার মুখের উপর সজোরে পাতিত করে বল্‌লে,—অন্যের চক্ষে তুমি পতিতা হ'তে পার, কিন্তু আমার চক্ষে তুমি দেবী—মূর্ত্তিমতী কমলা।

মুগ্ধ বিস্ময়ে কমলার গলা ধরে এ'ল, আর নীরবে ঝরে পড়্লো ছ'ফোঁটা অশ্রু। সে ধীর স্থির কণ্ঠে বল্লে,—বসো সুশীলদা। শরীর ভাল আছে তো ?

সে কথা সুশীলের কাণে গেল না। কম্পিত কণ্ঠে সে বল্লে,—আজ এখানে এসেছি সকলের অমতে। কেন জান ?

কমলার বুকের মধ্যে কেমন গুড়্ গুড়্ করে উঠ্লো। জিজ্ঞাসু-নেত্রে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সে সুশীলদার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

সুশীল উচ্ছ্বসিত স্বরে বল্লে,—শোন কমলা ; তোমার মুখের একটী কথার উপর আমার জীবনের সব কিছু নির্ভর করছে। আজ মনে পড়্ছে শৈশবের সুখ স্বপ্নময় দিনগুলো—সেই বর বৌ খেলা—আমি বর, তুমি বৌ। তার একমাত্র প্রতিদন্দ্বী ছিল মণিমালা। আর আজ ?

কমলার মুখখানা রক্ত রাগে রঞ্জিত হ'য়ে উঠ্লো। সে ভেবে পেলে না কি গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে আজ সুশীলদা এসেছে।

সুশীল বল্তে লাগ্লো,—সেদিন ছিল মণিমালা একা প্রতিদন্দ্বী, আর আজ বিশ্বের সকলে প্রতিদন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়াক ক্ষতি নেই ; কিন্তু সাহস হয় কি কমলা আমার উপর নির্ভর করতে ?

রাত্রের অস্পষ্ট আঁধারে কমলার চোখ দু'টো জল জল করে

উঠ্‌লো। তারপর পুলক ভরা বিহ্বল দৃষ্টি তুলে অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বল্‌লে—তা কি তুমি জান না? আমায় বলে দিতে হ'বে?

মুহূর্ত্তের জন্য সুশীল সব ভুলে গেল। বিপুল আবেগ ভরে সে কমলাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখটী রেখে কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে,—কমলা আমি প্রস্তুত, শুধু—

বাধা দিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থের ন্যায় নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কমলা বল্‌লে,—না না, তা হয় না; তোমার জীবনটাকে আমার সংস্পর্শে এনে তোমার সুখের পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিতে পারবো না। তাতে যে তোমাকে ছোট হ'য়ে যেতে হ'বে। তা আমি সইতে পারবো না; আমি যে চিরদিনই তোমাকে বড়র আসনে প্রতিষ্ঠিত করে এসেছি।

সুশীলের আকুল হিয়া উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌লো। স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে সে ডাক্‌লে,—কমলা।

কমলার বুকের মধ্যে কেমন তোল পাড় করতে লাগ্‌লো। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে নিয়ে অর্দ্ধ বিজড়িত কণ্ঠে সে বল্‌লে,—আমার সম্বন্ধে সকল কথা শুনেছ তো?

সুশীল উত্তেজিত হ'য়ে বল্‌লে,—কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, করতে চাই না। শুধু আমায় নিরাশ করো না—আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ো না, কমলা।

কমলার দেহের ভিতর দিয়ে একটা তীব্র শিহরণ খেলে গেল ও সারাদেহ বারেকের তরে স্পন্দিত হ'য়ে উঠ্‌লো। পরক্ষণেই অটল ও অচল ভাবে সে বল্‌লে,—কিন্তু উপায় কি ? এ যে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস। আমায় ক্ষমা করো তুমি, কলঙ্কের পশরা তোমার মাথায় তুলে দিয়ে দেশের ও দশের চক্ষে তোমার মাথা নীচু করে দিতে পারবো না।

তারপর মুখখানা আঁধার করে ছল ছল নেত্রে সে বল্‌লে,—আমরা দু'এক দিনের মধ্যে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

সুশীল উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বল্‌লে,—চলে যাচ্ছ ? না না, তা হ'তে পারে না। কোথায় যাবে কমলা ?

কমলা মুখখানা নীচু করে দুঃখার্দ্র কণ্ঠে বল্‌লে,—আপাততঃ খড়দহে—মামার বাড়ী। বাবার স্কুলের চাকরীর জবাব হ'য়ে গেছে। এখানে থাক্‌লে যে না খেয়ে সকলকে মরতে হ'বে।

এমন সময় দূর হ'তে কে বল্‌লে,—এখানে সুশীল আছে ?

কমলা বল্‌লে,—সুশীলদা তোমায় কে ডাক্‌ছেন।

সুশীল অনুমানে বুঝে নিল বড় দাদার কণ্ঠস্বর। সে বল্‌লে,—আজ আসি কমলা, কাল আবার দেখা করবো।

তারপর সুশীল অন্য পথ ধরে ত্বরিত গতিতে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

১৮

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে সুশীল শুনলে—পাল্কী প্রস্তুত, মহল পরিদর্শনে বেরুতে হ'বে—বড় দা'র সঙ্গে।

সুশীল প্রথম গিয়ে বড়বৌদিকে ধরে বস্‌লো—যদি কোন রকমে যাওয়া স্থগিত হয়।

বড় বৌদি গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন,—আমি কি করবো ঠাকুরপো ? এতো তোমার দাদার আদেশ নয় যে, আমার কাছে আর্জি পেস্ করলে ফল হ'বে,—এ যে খোদ্ কর্ত্তা শশুর ম'শায়ের আদেশ। বাবার ইচ্ছা তুমি জমিদারীর কিছু কিছু দেখাশুনা কর। তিনি বলেন শিখে রাখ্‌তে দোষ কি।

সুশীল অস্বাভাবিক গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে,—দাদা দেখ্‌ছেন যে কাজ, সে কাজ আবার আমাকে দেখ্‌তে হ'বে? আমি কি বুঝি বৌদি?

বড় বৌদি বল্‌লেন,—তা আমি কি করে বল্‌বো ঠাকুরপো? তাহ'লে সে কথা বাবাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়।

এমন সময় মেজ বৌদি এসে দেখা দিলেন ও হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন,—দেওরের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে কি যুক্তি হচ্ছে দিদি?

মুখখানা ঘুরিয়ে বড় বৌ বল্‌লেন,—যুক্তি আবার কি হ'বে? তোমার লক্ষ্মণ দেওর আমায় ধরে বসেছেন যাতে মহল দেখ্‌তে যাওয়া রোধ হয়।

মেজ বৌ খুব খানিক হেসে বল্‌লে,—ঠাকুরপোর দেখ্‌ছি বুদ্ধি আছে। তা দিদি তোমার একটু নেক্ নজর হ'লেই বেচারা রক্ষে পায়।

বড়বৌ বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে,—সব তাতেই তোর হাসি ঠাট্টা। কি যে বলিস্ মেজবৌ, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

মেজ বৌ আরো জোরে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে,—তা দিদি তুমি যদি একটু ভাসুরকে বুঝিয়ে বলো, তাহ'লে বোধ হয় ফল হ'তে পারে।

সুশীলও সেই কথার সমর্থন করে বল্‌লে,—মেজ বৌদি কিছু

অন্যায় বলে নি। তোমার পায়ে পড়ি বড় বৌদি, তোমাকে এ কাজ করতেই হ'বে।

বড় বৌদি বল্লেন,—ও সব আমার দ্বারা হ'বে না। বাবার আদেশের বিরুদ্ধে কথা বলা আমাদের সাজে না। এই ব'লে বড় বৌ নিজ কার্য্যে চলে গেলেন।

মেজ বৌদি গম্ভীর হ'য়ে বল্লেন,—কি আর করবে ঠাকুরপো? না গিয়ে উপায় নেই।

সুশীল বল্লে,—তুমি ত সব জান বৌদি। কমলার মুখে শুনলাম তারা নাকি এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

মেজ বৌদি বিস্মিত হ'য়ে বল্লেন,—কবে? কোথায় যাচ্ছে?

সুশীল বল্লে,—তা ঠিক বল্তে পারিনে।

মেজ বৌদি তীব্র কণ্ঠে বল্লেন,—আসল কথাটা জেনে আসনি?

সুশীল গম্ভীর হ'য়ে বল্লে,—কি করবো বৌদি? ঠিক সেই সময় বড়দা গিয়ে ডাকাডাকি সুরু করে দিলেন।

মেজ বৌদি রাগতঃ স্বরে বল্লেন,—তাতে আর কি হ'য়েছিল? তুমি যে কমলাকে ভালবাস সে তো আর জান্তে কারো বাকি নেই। যাকে ভালবাস তার জন্য না হয় দু'টো কথাই তোমাকে শুনতে হ'তো। সেই বা কি মনে করলে?

বৌদির তিরস্কারে সুশীলের মাথা ঘুরে গেল। সে মুখখানা আঁধার করে বল্‌লে,—তাই তো বৌদি, এখন উপায় ?

মেজ বৌদি গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন,—উপায়—পুনরায় দেখা করা।

সুশীল ক্ষুব্ধ হ'য়ে বল্‌লে—তারও উপায় তো আজ দেখ্‌ছি না। আর কমলা যেন এবার ঠিক তেমন ভাবে আমায় চাইলে না।

বিস্মিত হ'য়ে বৌদি বল্‌লেন,—কি বল্‌ছো ঠাকুরপো ?

এমন সময় লক্ষ্মীকান্তবাবুর গলার আওয়াজ শুনা গেল। তিনি জোরে জোরে বড় ছেলে সুধীরকে বল্‌ছিলেন,—কই, আর দেরী করিস্‌নে, সুশীলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়। একে ফিরতে ত রাত হ'য়ে যাবে, তায় দেরী করে লাভ কি ?

সুশীল তাড়াতাড়ি জামা কাপড় ছেড়ে বিমর্ষ চিত্তে ঘরের বাহির হ'য়ে পড়্‌লো।

আর মেজ বৌ ভাব্‌তে লাগ্‌লো শুধু কমলার কথা।

১৯

তার পরদিন সকাল দুপুর সুশীল ঘরের বাহির হ'ল না, কি এক ভীষণ উদ্বেগ নিয়ে সময় কাটিয়ে দিল। আজ এ বাড়ীর সবই যেন তার নিকট নূতন বলে মনে হ'তে লাগ্‌লো। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মেজ বৌদি ছাড়া আর সকলেই বার বার করে তার খবর নিতে লাগ্‌লো। সুশীল ভেবে পেলে না কি গূঢ় উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে নিহিত আছে।

বৈকালে সার্টটা গায়ে দিয়ে সুশীল বাটীর বহিঃ প্রাঙ্গনে আস্‌তেই দেখতে পেলে যে পিতা কয়েকজন ভদ্রলোক পরিবেষ্টিত হ'য়ে পার্শ্ববর্ত্তী রোয়াকে বসে কথাবার্ত্তা বল্‌ছেন। পাশ কাটিয়ে

যেতেই গ্রামের নিমাই খুড়ো বললেন,—কোথায় যাওয়া হচ্ছে বাবাজী ?

সুশীল বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বল্লে,—যাই একটু ঘুরে আসি।

লক্ষ্মীকান্তবাবু বল্লেন,—যাও, কিন্তু রাত করো না।

সুশীল মুখখানা উঁচু করে এক নজর দেখে নিল। দু'জন লোককে সে চিন্‌তে পারলে না। তারপর হন্ হন্ করে চলে গেল।

নিমাই খুড়ো বল্লেন,—এই ছেলে—যেমন রূপ, তেমনি গুণ—যেন কার্ত্তিক। কি বলেন ব্রজেনবাবু ?

ব্রজেনবাবু হাসতে হাস্‌তে বল্লেন,—সে ত বটেই। এখন দয়া করে আমার কন্যাটীকে নিলে বড়ই উপকৃত হই।

লক্ষ্মীকান্তবাবু একগাল হেসে বল্লেন,—সবই ভবিতব্য ব্রজেনবাবু, আমরা ত উপলক্ষ মাত্র।

ব্রজেনবাবু বল্লেন,—মেয়ে ত আপনারা দেখেছেন। আপনাদের একটা মতামত পেলে আজই একটা পাকা কথা ক'য়ে যাই।

নিমাই খুড়ো মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে বল্লেন—মেয়ে আমাদের মোটামুটী পছন্দ হ'য়েছে। কি বলেন লক্ষ্মীদা ?

লক্ষ্মীকান্তবাবু গম্ভীর ভাবে বল্লেন,—তা বটে, তবে কি জানেন, আজকালকার ছেলে—ভয় হয় কি জানি কি বলে বসে।

যাক্, এদিক্কার কথাবার্ত্তা পাকা হ'য়ে গেলে না হয় সুশীল নিজে গিয়েই একবার মেয়ে দেখে আস্‌বে।

ব্রজেনবাবু বল্‌লেন,—বেশ তো, সে তো ভাল কথা।

নিমাই খুড়ো হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন,—ছেলে হিসাবে ধর্‌তে গেলে লক্ষ্মীদা অনেক কিছুই দাবী করতে পারেন। অমন ছেলে হাজার করা একটা মেলে কিনা সন্দেহ। তবে কি জানেন, ছেলের বিয়েতে ঘর থেকে কেউ খরচ করে না। তারপর এই তাঁর শেষ কাজ। কাজেই জাঁকজমক একটু বেশী না করলে লোকে নিন্দে করবে।

ব্রজেনবাবুর বন্ধু অমরবাবু এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন। তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন,—আজকাল দাঁড়িয়েছে ঠিক তাই। তা ছাড়া ছেলের বিয়ে দেওয়া মানে তার আঁতুড় ঘরের খরচা যায় সুদ সমেত পুষিয়ে নেওয়া।

লক্ষ্মীকান্তবাবুর মুখের উপর কেমন রাগ ও বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠ্‌লো। তিনি সেভাব দমন করে ঈষৎ গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন,— দেখুন অমরবাবু, ও সব বাজে কথা তুলে কোন লাভ নেই, ফলে আসল কথাই চাপা পড়ে যাবে। তবে একথা ত স্বীকার করবেন—যেমন ছেলে তার তেমনি দর।

অমরবাবু কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন। ব্রজেনবাবু বাধা দিয়ে

বল্‌লেন,—ও সব কথা ছেড়ে দিন। এখন দয়া করে বলুন কি হ'লে মেয়েটীকে নিতে পারেন?

নিমাই খুড়ো বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নেড়ে বল্‌লেন,—লক্ষ্মীদার যেমন কথা, তেমনি কাজ। মেজ ছেলের বিয়েতে একজন লোক দশ হাজার টাকা নিয়ে সাধাসাধি। কিন্তু তার আগেই তিনি আর এক জায়গায় কথা দিয়েছিলেন; সেখানে মাত্র ছ'হাজার টাকা পাওনা। তাহ'লে কি হ'বে, সেখানেই তিনি ছেলের বিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের কাজ কারবার—তাতে আবার দর দস্তুর কি? আপনি কিছু বেশী দিলে আপনার ত আর জলে যাবে না,—আপনারই মেয়ে জামাইকে দেওয়া হবে। বলুন, সত্যি কিনা?

ব্রজেনবাবু বল্‌লেন,—তাত বটে, তবে পারকতা নিয়েই কথা।

নিমাই খুড়ো হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন,—সমানে সমানে কাজ হ'লে আর পারকতার কথা থাকে না। এই তো কত জায়গা থেকে কত সম্বন্ধ আস্‌ছে—ছ'হাজারের বেশী দেওয়ার মত কারো ক্ষমতা নেই। কাজেই স্পষ্ট কথা বলে দিতে হচ্ছে—হবে না। দশ হাজার টাকা ছ'চার জন দিতে রাজী হয়েছেন; তবে আপনারা বিশেষ জানাশুনা, তাই আপনাদের মতামত না নিয়ে লক্ষ্মীদা কোথাও পাকা কথা দিতে পাচ্ছেন না!

মুহূর্ত্তের জন্য ব্রজেনবাবুর মুখখানা শুকিয়ে পাংশুবর্ণ হয়ে গেল, মুখ দিয়ে কথা সরলো না। অবশেষে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে

বল্‌লেন,—অত টাকার ত সংস্থান নেই লক্ষ্মীবাবু। তা হ'লে নিরাশ হ'য়ে বাড়ী ফির্‌তে হয়। আর অমরবাবু কট্‌মট্‌ করে লক্ষ্মীকান্তবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

লক্ষ্মীকান্তবাবু ঈষৎ হেসে বল্‌লেন,—তবু আপনার ত একটা আঁচ আছে।

ব্রজেনবাবু দম নিয়ে বল্‌লেন,—এর পর যে আর কোন কথা বলা চলে না। তবে মেরে কেটে সর্ব্ব সাকুল্যে আট্‌ হাজার পর্য্যন্ত চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারি।

অমরবাবু বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন,—কি বল্‌ছো তুমি, শেষে কি মেয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হ'বে।

অনেক দর কষা মাজা হ'ল, কিন্তু লক্ষ্মীকান্তবাবুকে দশ হাজারের কমে রাজী করান গেল না। অগত্যা ভগ্ন মনোরথে ব্রজেনবাবু অমরকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফির্‌লেন।

২০

এদিকে সুশীল ছিল সন্ধ্যার প্রতীক্ষায়। ক্রমে দেখ্‌তে না দেখতে দিনের আলো ডুবে গেল। সুশীলও চঞ্চল চরণক্ষেপে কমলাদের উঠানে এসে দাঁড়াল।

সুশীলের মনে হ'ল, গাঢ় আঁধার যেন বাড়ীখানার চারিদিকে জমাট বেঁধে গিয়েছে। মুহূর্ত্তের জন্ত তার গা ছম্ ছম্ করে উঠ্‌লো। সুশীল উঠানে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগ্‌লো,—কমলা—কমলা। বিরাট নিস্তব্ধতা ভেদ করে সে স্বর যেন প্রতিহত হ'য়ে তার সর্ব্বাঙ্গে আছাড় খেয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো।

সুশীল ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌লে,—মাসীমা—মাসীমা।

কোন উত্তর এ'ল না। মনে হ'ল যেন নিজেরই কণ্ঠস্বর মুহূর্ত্তের জন্য গাঢ় আঁধার ভেদ করে বেজে উঠ্‌লো, আবার পরক্ষণেই ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। আর বিরাট অন্ধকার তার চোখের সাম্‌নে ঘনীভূত হ'য়ে এ'ল, ঘন মসী কৃষ্ণরেখা টেনে দিয়ে। সুশীল চাচ্ছিল আলো—একটু আলোর স্পর্শ; কিন্তু বাড়ীর কোথাও ক্ষীণ আলোর রেখা পর্য্যন্ত দেখা গেল না।

সুশীল উৎকণ্ঠিত চিত্তে দাওয়ার উপর উঠে দাঁড়াল, তবুও কোন দিকে কারো সাড়া পেলে না।

নিরুপায় হ'য়ে ভীতি ব্যাকুল চিত্তে সে দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা আপনা হ'তে খুলে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে।

ঘরে ঢুক্‌তেই পায়ে কি যেন ঠেক্‌লো, আর মুহূর্ত্তের জন্য তার সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠ্‌লো। সুশীল নীচু হ'য়ে হাত দিয়ে বুঝ্‌লে একটা মাটীর হাঁড়ি। আরো দুই এক পা সে অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করলে, কিন্তু ক্রমাগতই তার পায়ে যেন কি ঠেক্‌তে লাগ্‌লো।

ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে সুশীল ডাক্‌লে,—মাসীমা।

ঘরের মধ্যে তার স্বর গম্‌ গম্‌ করে উঠ্‌লো।

তবে কি তাঁরা চলে গেছেন? মনে পড়্‌লো কমলার সে দিনের

কথা। সুশীল সেই অন্ধকার গৃহে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়্লো। আর মানস চক্ষে ফুটে উঠ্তে লাগ্লো কমলার বেদনা ক্লিষ্ট মুখখানি।

সুশীল টল্তে টল্তে রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। মনে হ'ল এই খানে বসে সে সেদিন কমলাকে মহাভারত পাঠ করতে দেখেছে। আর আজ ?

ঝর ঝর করে তার দু'চোখ বয়ে জলধারা নেমে এ'ল। আকুল হ'য়ে কম্পিত কণ্ঠে সে ডাক্লে—কমলা। আর তার প্রতিধ্বনি সজোরে বেজে উঠে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

সুশীল একবার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চেয়ে দেখ্লে। সেখানেও বিরাট নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে, কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। মাত্র কমলার পোষা বিড়ালটীর এক জোড়া উজ্জল চোখের দীপ্তি সেই ঘন আঁধার ভেদ করে জ্বল জ্বল করে উঠ্লো, আর সুশীলের গভীর মর্ম্ম বেদনায় সহানুভূতি জানাতে ডেকে উঠ্লো—ম্যাও—ম্যাও—ম্যাও।

সুশীলের প্রাণটা ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্লো। মনের মধ্যে বাজ্তে লাগলো—এমন কি কমলার পোষা বিড়ালটী পর্য্যন্ত তার মায়া ভুল্তে পারেনি। সুশীলের মাথা ঘুরে গেল ও কাঁপ্তে কাঁপ্তে সে দাওয়ার উপর বসে পড়্লো।

ভবনাথবাবু স্ত্রী কন্যা নিয়ে খড়দহে চলে এ'লেন। কমলার মামা ছিলেন নিরীহ প্রকৃতির লোক, আর তার মামী ছিলেন ঠিক তার বিপরীত—যেমন মুখরা, তেমনি কোপনস্বভাবা; দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যেমন সাধারণতঃ হয়।

গাড়ী হ'তে নাম্‌তেই মামী নাক্‌ সিঁটকে বললেন,—ওঃ বাবা, এত বড় মেয়ে—বিয়ে দিলে যে এত দিনে তিন ছেলের মা হ'ত। সাবাস্‌ ঠাকুরঝি, এত বড় মেয়ে নিয়ে তোমাদের মুখে ভাত উঠ্‌ছিলো কি করে? আর ঠাকুর জামাই, তুমিই বা কি করে নিশ্চিন্ত আছ?

কমলা আড়ষ্টের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলো ; আর টপ্ টপ্ করে দু'ফোঁটা অশ্রু চোখ দিয়ে ঝরে পড়্লো।

মামী বল্লেন,—এত বড় মেয়ে নিয়ে এখানে থাকা চল্বে না ঠাকুরঝি। তাঁর কি ? কোন রকমে দু'মুঠো গিলে অফিসে চলে যাবেন, আর রাত্রে বাড়ী ফিরবেন। আমাকে সব সময় ঐ ধিঙ্গী মেয়ে চৌকি দিয়ে বেড়াতে হ'বে। তারপর যদি কিছু হয়, সব চোট্‌টা এসে পড়্বে আমার উপর।

কমলার মাতা প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন। ভবনাথ বাবুর মুখে ত কথাই ছিল না। তিনি নীরব নিস্পন্দ হ'য়ে নিজ ভাগ্য চক্রের কথা চিন্তা করতে লাগ্‌লেন।

মামী বল্লেন,—তা আর রাস্তায় দাঁড়ায়ে ঢলাঢলি করে ত লাভ নেই। রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে নেও। তোমরা দু'জনে হ'লে কোন কথা ছিল না। অত বড় মেয়ে—বাপ্‌রে বাপ্—শেষে কি একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘট্‌বে। নিজের গাঁয় ঠাঁই হ'ল না, আবার আর এক গাঁ জ্বালাতে নিয়ে আসা হ'ল।

কমলার সমস্ত শরীর যেন শত বৃশ্চিক দংশনে জলে যেতে লাগ্‌লো। মনে হ'তে লাগ্‌লো এই তার মামী, আর এই খানেই তাকে থাক্‌তে হ'বে। পিতামাতার বেদনাতুর বিশুষ্ক মুখের দিকে সে একবার চেয়ে দেখ্‌লে। মনে হ'ল তাঁদের দেহে যেন প্রাণ নেই, মুখ চোখ শুকিয়ে সাদা হ'য়ে গিয়েছে।

কমলা আর স্থির থাক্‌তে পারলে না, ধীরে ধীরে বল্‌লে,—আমরা যে নিরুপায় মামীমা, তুমি স্থান না দিলে আমাদের যে আর স্থান দেবার কেউ নেই। সঙ্গে সঙ্গে উদ্গত অশ্রু ঝর্ ঝর্ করে ঝরে পড়তে লাগ্‌লো।

মামী ফোঁস্ করে উঠে বল্‌লেন,—ওঃ বাবা, কথার ত বেশ বাঁধুনী দেখ্‌ছি। মা বাপ রইলো চুপ করে, মেয়ে যেন খর খর করে বাজ্‌ছে—একেবারে দশবাই চণ্ডী। রক্ষে কর ঠাকুরঝি, যার অত কথার বাঁধুনী, তাকে ঘরে ঠাঁই দিয়ে কি একটা বিপদ ঘটাবো।

কমলার মা বল্‌লেন,—এসে পড়েছি বৌদি, এখন ত আর কোন উপায় নেই। কোথায় যাবো বল? এখানেই মাথা গুঁজে থাক্‌তে হ'বে। কমলার কথা কিছু ধরো না, থাক্‌লে দেখ্‌তে পাবে কোন দিন সে তোমার কথার অবাধ্য হ'বে না।

ভবনাথবাবু তখন কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় ধীর ও স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিলেন—চক্ষু অশ্রুহীন ও মুখখানা রক্ত শূন্য।

২২

ভবনাথবাবুর আর কোথাও যাবার জায়গা ছিল না। নিজে অর্থহীন, উপার্জ্জনের পন্থাও কিছু ছিল না। কাজেই দিনের পর দিন স্ত্রী কন্যা নিয়ে চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে দিন গুজরাণ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

কমলা কোন কথা বল্‌তো না; নীরবে অশ্রুপাত করতো; আর মনে হ'ত কোথায় গিয়ে এর পরিসমাপ্তি।

হঠাৎ খড়্‌দহের বাড়ীতে রথীন্দ্র এসে দেখা দিল। প্রথম সাক্ষাতেই কমলার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠ্‌লো। তারপর যখন সে শুন্‌লে যে রথীন্দ্র মামীমার ভাই, তখন একটা অজানা আতঙ্কে তার মন শিউরে উঠ্‌লো।

সাথী

খড়দহের বাড়ীতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে রন্ধনশালার কাজ হ'তে সমস্ত গৃহস্থালীর কাজ একে একে এসে পড়্‌লো কমলার উপর।

কমলা দ্বিরুক্তি করতো না,—মামীমার শত গর্জ্জন—শত বর্ষণ অম্লান বদনে মাথায় পেতে নিয়ে সে নিজের কাজ করে যেত। মাঝখান্‌ থেকে ধূমকেতুর ন্যায় রথীন্দ্রের আগমনে তার যেন সব গোলমাল হ'য়ে গেল। পরে যখন সে শুন্‌লে মণিমালা নাই, আত্মহত্যা করে সংসারের বুক হ'তে চির বিদায় নিয়েছে, তখন তার মনটা আসন্ন বিপদের সূচনায় দুরু দুরু কেঁপে উঠ্‌লো।

কমলা সব সময় এড়িয়ে চল্‌তে চেষ্টা কর্‌তো রথীন্দ্রকে। কিন্তু উপায় ছিল না। সর্ব্বকার্য্যে মামীমা ছিলেন তার প্রধান অন্তরায়।

রথীন্দ্রের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মামীমা জোর করে তার সব কাজেই কমলাকে নিয়োগ করতেন। কথার অবাধ্য হ'লে পাছে আগুন জ্বলে ওঠে ও এমন কি মাথা গুঁজবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত হারাতে হয়, এই ভয়ে কমলা কোন রকমে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আদেশ পালনে অগ্রসর হ'ত।

রথীন্দ্র মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌তো ও বল্‌তো,—এস—এস কমলা। আমি যে বসে আছি তোমার জন্য। তোমার কি একটুও দয়া হয় না ?

কমলা টল্‌তে টল্‌তে ফিরে আস্‌তো।

এদিকে রথীন্দ্র চীৎকার স্নুরু করে দিত—ও দিদি—দিদি।

দিদি চীৎকার করে বল্‌তেন,—দেখ্‌তো কমলা, রথী কি চায়।

কমলার আপাদ মস্তক জ্বলে যেত—দুঃখে ও ক্ষোভে তার সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে উঠ্‌তো। আর সে নীরব নিস্পন্দের ন্যায় বসে থাক্‌তো।

এদিকে চীৎকারের মাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চল্‌তো। দিদি আস্‌তেন রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধরে ও বল্‌তেন,—কমলা কি কাণের মাথা খেয়েছে। সে গেল কোথায়?

রথীন্দ্র বল্‌তো,—আর দিদি, ডেকে গলা ভেঙে গেল, তবু কারো সাড়া পাইনে।

দিদি ঝঙ্কার দিয়ে উঠে বল্‌তেন—কেন; কমলা থাকে কোথায়? সে কি মরেছে?

রথীন্দ্র মুখখানা আঁধার করে ব্যথিত কণ্ঠে বল্‌তো,—কে কার কথা শোনে দিদি। আমার কিনা পোড়া কপাল তাই যা না হ'বার তাই হ'য়ে গেল। মনটা ভাল নেই, তাই এলাম তোমার এখানে। কিন্তু কপাল যায় যে সঙ্গে।

ভাইয়ের দুঃখে দিদির মনটা একেবারে গলে যেত। তিনিও সেই সুরে সুর মিশিয়ে বল্‌তেন,—বৌ না ত, একেবারে লক্ষ্মী-পিরতিমে। কাজে কর্ম্মে কি চটপটেই না ছিল। তার কাছে

আবার কমলা। সব সময় ঘ্যান্ ঘ্যান্, প্যান্ প্যান্, আর কথায় কথায় নাকে কান্না। তুই আবার চাস্ কমলাকে বিয়ে করতে ?

রথীন্দ্র ভাঙা গলায় বল্‌তো,—তবু তার সখী—একই দেশের মেয়ে—সম্বন্ধটা বজায় থাক্‌বে।

দিদি খুব রেগে গিয়ে বল্‌তেন,—সে তো তোকে পোঁছেও না, রূপের গরমে সব সময় যেন আট্‌খানা হ'য়ে আছে। দু'এক সময় ইচ্ছে হয় ঝেঁটিয়ে মুখ খানা ছিঁড়ে দিই।

রথীন্দ্র গম্ভীরভাবে বল্‌তো,—আমারও ত সেই দুঃখ হয় দিদি। তুমি থাক্‌তে আমাকে যে এমনভাবে কেউ অবজ্ঞা করবে তা তো আমি স্বপ্নেও ভাবিনি !

দিদির ক্রোধ বহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌তো। সপ্তমে চড়ে উঠে তিনি বল্‌তেন,—এত হেনস্তা—এত দেমাক্ ! আচ্ছা দেখে নেবো দেমাক্ ভাঙ্‌তে পারি কিনা।

তারপর রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে তিনি চলে যেতেন ও মুখে যা আস্‌তো তাই কমলাকে শুনিয়ে দিতেন।

কমলার পিতামাতা নীরবে সহ্য করে যেতেন ; আর ভাব্‌তেন কবে—কতদিনে এ যন্ত্রনার অবসান হ'বে।

আর রথীন্দ্র ঘরের মধ্যে বসে মুখ টিপে টিপে হাস্‌তো ও মাঝে মাঝে মুখখানা এক এক বার আয়নায় দেখে নিত।

২৩

এদিকে সুশীল চলে এ'লো কল্‌কাতায়, গভীর চিন্তা ও উদ্বেগ বুকে ধরে। শয়নে স্বপনে, তন্দ্রায়, জাগরণে—সব সময় কমলা যেন তার মনের মধ্যে নূতন করে দৃঢ়ভাবে আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিল।

কমলা ছিল তার ধ্যানের ধারণা, চিন্তার কল্পনা, আনন্দের মূর্চ্ছনা। সেই কমলা চলে গেল ; আর সে গ্রামে থেকেও জান্‌তে পারলে না—কোন ব্যবস্থা করতে পারলে না।

সুশীলের মনে হ'ল সব দোষ তারই। কমলা ত পূর্ব্বেই তাকে সে আভাষ দিয়েছিল,—এমন কি যাবার স্থান পর্য্যন্ত উল্লেখ করেছিল। আর সে সমস্ত দিনটা বাজে কাজে মহলে ঘুরে এ'ল।

সুশীলের মন ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। পুস্তকের পাতা সাম্‌নে খোলা ছিল; কিন্তু অক্ষর গুলো যেন অস্পষ্ট হ'য়ে মুছে যেতে লাগ্‌লো; আর ভেসে বেড়াতে লাগ্‌লো তার সাম্‌নে কমলার বিয়োগবিধুর মুখখানা।

সুশীল পুস্তকখানা টেনে ছুড়ে ফেলে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপরিস্থ কাঁচের গ্লাসটী মেঝেয় পড়ে ঝন্ ঝন্ শব্দ হ'য়ে ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল।

সুশীল ব্যস্ত হ'য়ে ঘরের বাহির হ'য়ে এ'ল ও একেবারে শিয়ালদহ ষ্টেশনে এসে ইণ্টার ক্লাসের একখানা টিকিট কেটে গাড়ীতে উঠে বস্‌লো।

গাড়ী এসে খড়দহ ষ্টেসনে থাম্‌লো ও সুশীল লাফিয়ে প্লাট্‌ফরমে নেমে পড়লো। তারপর চারিদিকে সে মুহূর্ত্তের জন্য ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে দেখে নিল ও অন্যান্য যাত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল্‌তে সুরু করে দিল।

সুশীল কখনও খড়দহে আসেনি। তার উপর সে কমলার মামার নাম পর্য্যন্ত জান্‌তো না। সে ভেবে স্থির করতে পারলে না কেমন করে সে কমলার সন্ধান নেবে।

চল্‌তে চল্‌তে সে দু'চার জনকে জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌লো,— বল্‌তে পারেন মহাশয়, এ গ্রামে ভবনাথ চক্রবর্ত্তী বলে কোন লোক সম্প্রতি এসেছেন কিনা?

তারা বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লে,—কোথায় কাদের বাড়ীতে যাবেন আপনি?

সুশীল অপ্রস্তুত হ'য়ে বল্‌লে,—খড়দহেই এসেছি; তবে যাঁর বাড়ীতে যাবো তাঁর নামটা ঠিক মনে হচ্ছে না। তাঁরই বাড়ীতে ভবনাথবাবু বলে একজন ভদ্রলোক এসেছেন—তাঁর স্ত্রী কন্যা নিয়ে।

একজন প্রৌঢ় বয়স্ক চশমাধারী ভদ্রলোক সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বল্‌লেন,—তুমি যে হাসালে ছোক্‌রা! যার বাড়ীতে যাবে তার নাম জান না?

তারপর আস্তে আস্তে তিনি এগিয়ে এলেন ও সুশীলের মুখের কাছে মুখখানি রেখে গম্ভীরভাবে বল্‌লেন,—মেয়েটীর বয়স কত ভায়া?

সুশীল যেন একেবারে আকাশ হ'তে পড়লো ও থতমত খেয়ে বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে রইলো।

ভদ্রলোকটী হেসে বল্‌লেন,—আমার কাছে লুকুতে চেষ্টা করা মিছে ভায়া, ঐ কাজ করে আমি মাথার চুল পর্য্যন্ত পাকিয়ে ফেল্‌লাম।

সুশীল বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে,—আপনি কি সব বাজে বক্‌ছেন? তাঁরা আমার বিশেষ আত্মীয় হন, তাই আমার একটা জরুরী কাজে তাঁদের বিশেষ দরকার হ'য়ে পড়েছে। জানেন তো বাড়ীটা দয়া করে একবার দেখিয়ে দিন?

ভদ্রলোকটী খুব খানিক হেসে বল্লেন,—মনকে চোখ্ ঠার্লে চল্বে কেন ভায়া ? এ যে নিছক্ লভের ব্যাপার, সে তোমার চোখ্ দেখেই বুঝে নিয়েছি।

সুশীল বিরক্তি ভরে হন্ হন্ করে অগ্রসর হ'তে লাগ্লো।

আর ভদ্রলোকটী আস্তে লাগ্লো, পিছন্ পিছন্ বল্তে বল্তে,—আরে চট্ছো কেন ভায়া ; কেউ যদি তোমার প্রেমাস্পদের সংবাদ দিতে পারে, সে এই নফর শর্ম্মা, নচেৎ মিছে ঘুরে মরা সার হ'বে।

সুশীল কোন কথা শুন্লে না, আপন মনে আরো দ্রুত গতিতে অগ্রসর হ'তে লাগ্লো। খানিক দূর গিয়ে সে কাকেও দেখ্তে পেলে না। তারপর সমস্ত খড়দহ গ্রামটা সে তন্ন তন্ন করে ঘুরলে, কিন্তু কেহই কোন সংবাদ দিতে পারলে না ; বরং সকলেই যেন কেমন বিদ্রূপ সূচক চাহনি নিক্ষেপ করে চাইতে লাগ্লো। অগত্যা রাত দশটার সময় ব্যর্থমনোরথ হয়ে সুশীল হোষ্টেলে ফিরে এল।

২৪

সুশীলের পড়াশুনা সব ভেসে গেল ; একমাত্র কমলার চিন্তা তাকে পাগল করে তুলেছিল।

সে দিন কমলার কথা চিন্তা করতে করতে সুশীল গোলদিঘিতে একখানা বেঞ্চের উপর এসে বস্‌লো ও কত কথাই একটির পর একটী তার মনে পড়তে লাগ্‌লো।

সেই ছোট্ট কমলা যেন একখানা নীল ডুরে সাড়ী পরে বাগানে তারই সঙ্গে বর বৌ খেল্‌ছে। আবার সেই কমলা যেন একটু বড় হ'য়ে হোলির দিনে তার সঙ্গে ঝগড়া করছে—ফাগ্‌ মাখামাখি নিয়ে, আর মাসীমা এসে যেন দু'জনকে থামিয়ে দিচ্ছেন।

সুশীল পুলকিত চিত্তে বিহ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লে। কিন্তু কোথায় সে, আর কোথায় কমলা?

তারপর মর্ম্মভেদী গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুশীল আবার নীরবে তন্ময় হ'য়ে কমলার কথাই ভাবতে লাগ্‌লো।

মনে পড়্‌লো ম্যাট্রিক পাশের খবরের দিনের কথা। কমলার মুখের সে কি কমনীয় দীপ্তি, আর অধরে সে কি মধুর হাসি। সে স্থির থাক্‌তে পারলে না, রাঙিয়ে দিলে কমলার পাতলা ঠোঁট্‌ দু'খানি আকুল চুম্বনে।

হঠাৎ সুশীলের সমস্ত দেহ স্পন্দিত হ'য়ে উঠ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে সে শুন্‌তে পেলে কে যেন বল্‌ছে,...সুশীলবাবু, চিন্‌তে পারেন?

সুশীল চোখ্‌ খুলে বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লে,...কে রথীন্দ্র? তুমি... এখানে? খবর কি?

রথীন্দ্র মুচকি হেসে বল্‌লে,...পার্কের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম আপনি বেঞ্চির উপর মাথা রেখে শুয়ে আছেন।

সুশীলের মন তখন কমলার ধ্যানে মগ্ন ছিল। সে বল্‌লে, তারপর বর্ত্তমানের সব খবর ভাল তো?

সে কথার উত্তর না দিয়ে রথীন্দ্র বললে,...যাক্‌ ভালই হ'ল, আপনার সঙ্গে দেখাটা হ'য়ে গেল। আপনার কল্‌কাতার ঠিকানাটা কি বলুন তো?

৮৮

সুশীল বল্‌লে,...কেন ?

রথীন্দ্র যেন একটু লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লে,...এ মাসেই আমার বিয়ের দিন স্থির হয়েছে। হাজার হোক্, আপনি আমার ভূতপূর্ব্ব শশুর বাড়ীর লোক, তায় আপনি ছিলেন মণিমালার বাল্য সহচর। কাজেই পূর্ব্বের সুবাদ হিসাবে আপনাকে নিমন্ত্রন না করলে যে আমার পক্ষে ঘোরতর অন্যায় কাজ করা হ'বে।

সুশীলের মুখ চোখ রাগে লাল ও স্ফীত হ'য়ে উঠ্‌লো। সে রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লে,...তুমি কি মানুষ রথীন্দ্র ? যাও, আমাকে বিরক্ত করো না।

রথীন্দ্র ঈষৎ হেসে বল্‌লে,...এত রাগ করছেন কেন সুশীল-বাবু ? না হয় ঠিকানাটা নাই বল্‌লেন। তবু আমার কাজ তো আমায় করতে হ'বে।

সুশীল বিরক্ত হয়ে বল্‌লে,...আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাইনে।

তবুও অযাচিতভাবে রথীন্দ্র বল্‌তে লাগ্‌লো,...কি আর করি সুশীলবাবু। ভবনাথবাবু একেবারে নাছোড়বান্দা ; আমার হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরে বললেন...কমলাকে গ্রহণ করতেই হ'বে, নচেৎ নাকি তাঁর জাত যাবে। আপনিই বলুন সুশীলবাবু, সে ক্ষেত্রে মত না দিয়ে আর কি করি ?

সুশীলের মুখখানা একেবারে সাদা ফ্যাঁকাশে হ'য়ে গেল ও সে কপালে হাত দিয়ে একটা অস্ফুট চীৎকার করে উঠ্‌লো। তারপর যখন সে চোখ খুলে চেয়ে দেখ্‌লে, তখন রথীন্দ্রকে আর দেখ্‌তে পেলে না।

২৫

সে দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কমলা গোয়াল ঘরে গেল গরুর জাব দিতে। গরু দু'টো কমলাকে দেখে হাম্বা হাম্বা করে নিকটে এল ও গলা বাড়িয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কমলা গরু দু'টোর গলা দু'হাত দিয়ে চুল্‌কে দিতে লাগ্‌লো; আর তারা চোখ্ মুদে নীরবে লেজ নাড়তে লাগ্‌লো।

এমন সময় পিছ্‌ন হ'তে কে ডাক্‌লে,...কমলা।

কমলা শশব্যস্তে মুখ ফিরিয়ে নিল ও দেখ্‌লে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রথীন্দ্র। কমলা রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লে,...আপনি এখানে কেন? যান, চলে যান।

রথীন্দ্র একটু হেসে বল্‌লে,...আচ্ছা কমলা, আমায় দেখ্‌লে তুমি এত বিরক্ত হও কেন? আমি তোমার কি করেছি?

কমলা উত্তেজিত হ'য়ে বল্‌লে,...আপনার কোন কথার উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। মিছে আমায় বিরক্ত করবেন না।

রথীন্দ্র একটু সরে এসে বল্‌লে,...বেশ, আর কোন দিন বিরক্ত করতে আস্‌বো না। কিন্তু কমলা, তুমি যে সুশীলদার আশায় তোমার এত সাধের যৌবন বিসর্জ্জন দিতে বসেছ, সে সুশীলদা তো তোমায় পোঁছে না।

কমলা বাধা দিয়ে উদ্ধত স্বরে বল্‌লে,...ফের আপনি কথা বল্‌ছেন? যান বলছি, নইলে...। কমলার মুখ দিয়ে কথা সরলো না, বিপুল উত্তেজনায় সমস্ত দেহ থর্ থর্ করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো।

রথীন্দ্র ধরা গলায় বল্‌লে...যাচ্ছি; তবু শুনে রাখো কমলা, সুশীলবাবুর সঙ্গে কাল কল্‌কাতায় দেখা হয়েছিল। শুন্‌লাম এই মাসেই তাঁর বিয়ে। আমাকে একখানা নিমন্ত্রন পত্রও দিয়ে দিলেন। বিশ্বাস না হয়, এই দেখ। এই বলে একখানা লাল রঙের কার্ড পকেট হ'তে বার করে কমলাকে দেখিয়ে আবার সে পকেটেই রেখে দিল।

কমলা হতভম্বের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলো, আর মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো।

রথীন্দ্র বল্‌লে,...আরো অনেক কথা সুশীলবাবু বল্‌লেন। সে সব তোমার না শোনাই ভাল। আমি তোমাকে নিজের মনে করি

বলেই তোমারই ভালর জন্য এ সব কথা বললাম। কেন মিছে তার আশায় থেকে জীবনটা বৃথাই নষ্ট করে ফেলবে, কমলা? তার চেয়ে এসো না দু'জনে মিলে মিশে...

চক্ষুর্দ্বয় লাল ক'রে কমলা বাধা দিয়ে বললে,...আপনি কি মানুষ না পশু? মানুষ হ'লে প্রাণ বলে একটা জিনিষ থাকতো। আপনার অত্যাচারে সখী আমার অকালে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছে। যান, আমার চোখের সাম্‌নে থেকে সরে যান।

রথীন্দ্র চক্ষের সে দীপ্তি সহ্য করতে পারলে না, ধীরে ধীরে সেস্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

২৬

সেই দিন রাত্রে বাড়ী ফিরে কমলার মামা বল্‌লেন,...যাক্ বাঁচা গেল, আমাদের অফিসে কাল থেকেই ভবনাথের একটা চাকরী হ'বে।

মামী বল্‌লেন,...মাইনে কত হ'বে?

মামা বল্‌লেন,...এখন ২৫৲ টাকা। পরে ভাল ভাবে কাজ করতে পারলে দু'পাঁচ টাকা বাড়বে।

মামী বল্‌লেন,...তা না হয় হ'ল, কিন্তু কমলাকে আর কতদিন থুবড়ী করে ঘরে রেখে দেওয়া যাবে? তার চাইতে রথীর সঙ্গে বিয়েটা কেন দিয়ে ফেল না?

মামা একটু হেসে বল্‌লেন,...রথীন্দ্রের তো আর গুণের ঘাট্‌ নেই। অমন মেয়ে; তুমি যে কি বল আমি বুঝ্‌তে পারিনে।

মামী মাথা গরম করে ঝঙ্কার দিয়ে বল্‌লেন,...তোমরা তো কেউ রথীকে দু'চোখ্‌ পেড়ে দেখ্‌তে পার না। তোমার ভাগ্নীই বা কম যায় কিসে? দেশে এমন ঢলাঢলি করলে যে সেখানে তার ঠাঁই হ'ল না। এখানে এসে আমার দাপটে শুধু স্থির হ'য়ে আছে। তবু রথীর সঙ্গে কি কাণ্ডটাই না করছে। এই ঝগড়া...এই ভাব। বাড়ীতে তো থাক্‌ না, দেখ্‌বে কি? এমন ঢলাঢলির চেয়ে বিয়ে দিলেই তো সব গোল চুকে যায়।

মামার মাথা ঘুরে গেল। তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বল্‌লেন,... তবে তাই হোক্‌। তোমাদের সকলের যদি মত থাকে তাতে আমার আর কি বল্‌বার আছে।

সেই রাত্রেই কমলার পিতা মাতার নিকট সে কথা উঠ্‌লো।

কমলার মা বল্‌লেন,...এত ব্যস্ত কেন? সবে তো একটা কাজ হচ্ছে; পরে যা হক্‌ দেখা যাবে।

কমলার মামী মাথা ঘুরিয়ে বল্‌লেন,...তুমি যে কি বল ঠাকুরঝি...ভেবে পাইনে। মেয়ের বয়সের কথাটা একবার ভেবে দেখো।

কমলার মা বল্‌লেন,...বৌদি। রথীন্দ্রের চাল চলন মোটেই ভাল নয়, তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে শেষে কি মেয়েটাকে হারাবো?

কমলার মামী একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠ্লেন। কপালের সমস্ত শিরা উপশিরা স্ফীত করে গভীর চীৎকার করে তিনি বল্লেন,...গেঁটে নেই এক পয়সা, অথচ গান শুনবেন অক্রুর সংবাদ। তোমার ভাগ্যি ভাল তাই রথী কমলাকে বিয়ে করতে চেয়েছে। পেটে যার ভাত জোটে না, তার আবার বাছ গোছ। এদিকে মেয়ে তো রথীকে এক দণ্ড না দেখ্লে হাম্লে ওঠে।

কাহারও সাহস হ'ল না একটী কথা বল্তে। কমলার মামা দেখ্লেন বড় বেগতিক। তিনি আস্তে আস্তে বল্লেন,...অনর্থক চেঁচিয়ে লাভ কি? শুধু লোকে হাস্বে বৈত নয়।

আর যায় কোথায়। কমলার মামী একেবারে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধরে উঠে দাঁড়ালেন ও মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে বল্তে লাগ্লেন,...হাসে হাসুক, আমার তাতে কি? তুমি ত বলেই খালাস। আমি কিন্তু ও সব ঝামেলা আর পোহাতে পারবো না। অত বড় মেয়ে নিয়ে এখানে আর একদিনও থাকা চল্বে না। কিছু হ'য়ে পড়্লে তখন যে একঘরে হ'য়ে থাক্তে হ'বে। আর কে জানে কিছু হ'য়েছে কিনা?

সকলে মনে মনে শিউরে উঠ্লেন। কমলার মা জিভ্ কেটে বল্লেন,...আঃ...কি বল্ছ বৌদি। একটু ভেবে বলো।

কমলার মামী বল্লেন,...যা বলেছি পরে মালুম হ'বে। এখন ভালোয় ভালোয় নিজেদের জায়গা খুঁজে নেও।

ভবনাথবাবু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লেন,...সত্যিই অনেক বিরক্ত তোমাদের দিনের পর দিন করে এসেছি। এর পরে আর এখানে থাকা চলে না। বেশ, কালই আমরা চলে যাব, তারপর আমাদের কপালে যা থাকে তাই হবে।

কমলার মামী রাগে গর গর করতে করতে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন, জোরে জোরে বল্‌তে বল্‌তে, বিষ নেই তবু কুলোপানা চক্কর।

২৭

ভবনাথবাবুর চাকরী হ'ল। কমলার মামা তাদের জন্ম সামান্ত ভাড়ায় কল্‌কাতায় দু'খানা খোলার ঘর ভাড়া করে দিলেন ও এক মাসের খরচ পর্য্যন্ত গোপনে বোনের হাতে দিয়ে বলে গেলেন,... কি করবো বোন, সবই তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌। আমার নিজের দুঃখের কথাটা একবার ভেবে দেখিস্‌।

কল্‌কাতায় এসে কমলা যেন হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচলো। পিতা দশটার মধ্যে খেয়ে অফিসে বেরিয়ে যেতেন, তারপর আহারান্তে মা ও মেয়ে গল্প গুজবে সময় কাটিয়ে দিত।

এই ভাবে দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগ্‌লো। আজ কাল কমলার সব সময় মনে পড়্‌তো শৈশবের সুখ স্মৃতিভরা দিন গুলো, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়তো খেলার সাথী...নিত্য সহচর সুশীলদাকে। কত খেলাই দু'জনে নিত্য খেলেছে,...কত অভিনব স্বপ্ন জাল সৃষ্টি করে। আর আজ? কোথায় বা সে, আর কোথায় বা সেই সুশীলদা।

কমলার মনে হ'ত, এত দিন সুশীলদার বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে; অথচ কাছে পেয়েও সে নিজেই ত তাকে ইচ্ছা করে দূরে ঠেলে দিয়েছে। সুশীলদা তো তাকে চেয়েছিল, বলেছিল নির্ভর করতে তারই উপর; কিন্তু সে ত নির্ভর করতে পারেনি। তবু যখনই তার মনে হ'ত আর একজন তারই স্থান অধিকার করে সুশীলদার অঙ্কলক্ষ্মী হয়েছে, তখনই তার দেহটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করে উঠ্‌তো।

পরক্ষণেই সুশীলদার হাসি হাসি মুখখানা কমলার মনের মাঝে ভেসে উঠ্‌তো। কি সুন্দর সে মুখখানা, আর কি মিষ্ট মধুর কথা সে মুখের। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়তো শেষ দিনের বেদনাতুর সে মুখের মর্ম্মস্পর্শী চাহনি, আর সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ ছাপিয়ে জল ঝরে পড়্‌তো।

সেদিন অফিস হ'তে বাড়ী ফিরে ভবনাথবাবু বল্‌লেন,...আমাদের অফিসে একটা ছেলে আছে। দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ ভাল...মাইনে পঞ্চাশ টাকা। ছেলেটী আমার পছন্দ হয়।

স্ত্রী বল্‌লেন,...বেশ তো, চেষ্টা করেই দেখ না।

ভবনাথবাবু বল্‌লেন,...তবে দ্বিতীয় পক্ষ। কিন্তু বয়স কম, পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর হ'বে। মাত্র একটা মেয়ে আছে। খরচপত্র তারাই সব করবে।

স্ত্রীর মুখখানা কেমন একটু ম্লান হ'য়ে গেল। একটু ঢোক্ গিলে তিনি বল্‌লেন,...তা আর কি হ'বে? গরীবের পক্ষাপক্ষ দেখ্‌তে গেলে চল্‌বে না।

ভবনাথবাবু বল্‌লেন,...আমিও তাই ভাব্‌ছি। সত্যিই মেয়ে ত আর চিরদিন আইবুড়ো করে রাখা যাবে না।

স্ত্রী বল্‌লেন,...তা হ'লে আর দেরী করো না, বরং একদিন ছেলে নিজে এসে মেয়ে দেখে যাক্।

ভবনাথবাবু বল্‌লেন,...বেশ, তাই হ'বে। আগামী রবিবার সে ব্যবস্থা করা যাবে।

বিবাহের কথা কমলার কাণে গেল। সে বাধা দিল না, তবে মনের মধ্যে এক সঙ্গে যেন শত কামান গর্জ্জে উঠ্‌লো। সে চাইছিলো পিতামাতাকে মুক্তি দিতে, যেমন করেই হোক্। তাই সে অম্লান বদনে তাঁদের কথা মাথা পেতে নিল।

২৮

সে দিন অফিস্ হ'তে ফিরবার পথে মেডিক্যাল কলেজের সামনে হঠাৎ ভবনাথবাবু থম্‌কে দাঁড়ালেন। মনে হ'ল কে যেন পিছন হ'তে মেসোমহাশয় বলে ডাক্‌লে। তবে কি ইহা চির-পরিচিত সুশীলের কণ্ঠস্বর ?

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই ডাক। ভবনাথবাবু উৎসুক হ'য়ে চারিদিকে চাইতে লাগ্‌লেন।

সুশীল হাঁপাতে হাঁপাতে নীচু হয়ে ভবনাথবাবুকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

ভবনাথবাবু আনন্দে বিভোর হ'য়ে বল্‌লেন,...ভাল আছ তো বাবা ?

সুশীল কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে,...তা ত আছি। কিন্তু আপনি যে কল্‌কাতায়? মাসীমা ও কমলা কোথায়? তাঁরা ভাল আছেন তো?

ভবনাথবাবু বল্‌লেন,...হ্যাঁ বাবা, সবাই ভাল আছে। তোমাদের বাড়ীর সব ভাল তো?

সুশীল সে কথার জবাব না দিয়ে বল্‌লে,...কিন্তু কোথায় আছেন আপনারা বল্‌লেন না তো?

ভবনাথবাবু বল্‌লেন,...কিছুদিন হ'ল কল্‌কাতায় আছি।

সুশীল উৎসুক হ'য়ে বল্‌লে,...মাসীমা ও কমলা?

ভবনাথবাবু বল্‌লেন,...তারাও এখানে আছেন।

সুশীল এবার অনুযোগপূর্ণ স্বরে বল্‌লে,...সকলে কল্‌কাতায় আছেন; অথচ আমায় একবার জানান নি? এদিকে আমি ত খুঁজে খুঁজে হয়রান্ হয়ে গেছি; এমন কি খড়দহে পর্য্যন্ত খোঁজ নিয়েছি। কিন্তু কোথাও আপনাদের সন্ধান পাইনি।

ভবনাথবাবু বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লেন,...তাই নাকি? তা দুঃখ করো না বাবা, খড়দহে কি ভাবে যে আমাদের দিন কেটেছে তা তোমায় আর কি বল্‌বো?

সুশীল অভিমানপূর্ণ স্বরে বল্‌লে,...তবুও আমাকে একবার খবরটা পর্য্যন্ত দিতে পারেন নি?

ভবনাথবাবু কোন উত্তর দিলেন না, উত্তর দিবার তাঁর কিছু ছিল না।

সুশীল বল্‌লে...ছেড়ে দিন সে কথা, এখন চলুন আপনাদের ওখানে যাই।

ভবনাথবাবু বল্‌লেন...তা এস বাবা, তুমি যাবে তার আবার কথা। তবে খোলারঘর...স্যাঁৎ স্যাঁতে, তোমার কষ্ট হ'বে খ'ন্।

সুশীল বল্‌লে,...কি যে বলেন মেসোমশায় বুঝ্‌তে পারিনে। যেখানে আপনারা সব সময় থাক্‌তে পারেন, সেখানে আমি কিছুক্ষণও থাক্‌তে পারবো না ?

ভবনাথবাবু কিছু বল্‌লেন না, সুশীলকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী এলেন।

সুশীল তাড়াতাড়ি মাসীমাকে প্রণাম করে একেবারে মেঝের উপর বসে পড়লো।

মাসীমা শশব্যস্তে বল্‌লেন,... কর কি, কর কি, বাবা ? ওখানে যে জল স্যাঁৎ স্যাঁৎ করছে। ও কমলা, শীগগির করে একখানা পিঁড়ি নিয়ে আয়...সুশীল এসেছে।

সুশীল বল্‌লে, কোথায় স্যাঁৎ স্যাঁতে ? এ বেশ বসেছি।

কমলা তখন রন্ধন কার্য্যে রত ছিল। হঠাৎ সুশীলের নামো-ল্লেখে তার বুকটা টিপ্ টিপ্ করে উঠ্‌লো। পিঁড়ি নিয়ে

বেরুতেই মাথায় চৌকাঠের ঘা লেগে গেল। কমলা গ্রাহ্য করলে না, পিঁড়িখানা হাতে করে মায়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

মা বল্‌লেন,...দেনা পিঁড়িখানা পেতে।

কমলা পিঁড়িখানা পেতে দিল, কিন্তু হাত দু'খানা যেন ঈষৎ কেঁপে উঠলো।

সুশীল ঝাঁ করে একবার সিঁথির দিকে চেয়ে নিল, পরে বল্‌লে, কমলা দেখ্‌ছি রোগা হ'য়ে গিয়েছে।

কমলার মুখখানা লজ্জায় আরক্তিম হ'য়ে উঠ্‌লো। মুখ দিয়ে কথা সরলো না।

মা বল্‌লেন,...মাঝে যে কি ঝড় তুফান মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। তা বাবা, বাড়ীর খবর সব ভাল তো?

সুশীল সে কথার জবাব না দিয়ে বল্‌লে,...কমলা বোধ হয় আমার কথা সব ভুলে গেছে, নইলে একটা কথা পর্য্যন্ত কইছে না।

মাসীমা বল্‌লেন,...অনেক দিন বাদে প্রথম দেখা হ'লে অমন হয়। তা তোমরা কথা বল, আমি রান্না ঘরে যাই।

২৯

কমলার মা রান্না ঘরে চলে গেলেন। কমলা ধীরে ধীরে মাথা নীচু করে প্রণাম করতে গেল।

সুশীল ত্রস্তে হাত দু'খানি ধরে ফেলে বল্‌লে,...কর কি... কর কি, কমলা? তুমি দেখছি যে একেবারে নতুন হ'য়ে গিয়েছ।

কমলার চোখ্ বয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু সুশীলের হাতে ঝরে পড়লো। সুশীল বল্‌লে,...কাঁদছো কমলা?

কমলা আঁচল দিয়ে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লে,...কই, না।

সুশীল বল্‌লে,...কাঁদ্‌লে কিন্তু আমি এখুনি চলে যাব।

কমলা অর্দ্ধ বিজড়িত স্বরে বল্‌লে,...কই কাঁদ্‌ছি...এই দেখ না।

সুশীল বল্‌লে,...তোমাকে যে কত খুঁজেছি তা আর কি বল্‌বো?

কমলা বল্লে,...শরীর ভাল আছে তো ?

সুশীল বল্লে,...দেখ্তেই তো পাচ্ছ।

কমলা বল্লে,...ডাক্তারী পরীক্ষার দেরী কত ?

সুশীল বল্লে,...মাস দুই।

কমলা বল্লে,...বাড়ীর খবর সব ভাল তো ?

সুশীল একটু হেসে বল্লে,...কার খবর জান্তে চাও ?

কমলা বল্লে,...সকলের।

সুশীল আর এক ঝলক্ হেসে বল্লে,...তবু কি খবর পেলে বেশী খুসী হও ?

কমলার মুখখানা যেন রাঙিয়ে উঠ্লো। আস্তে আস্তে সে বল্লে,...তা জানিনে, তবে নতুন খবর শুন্তে ইচ্ছা হয়।

সুশীল বল্লে,...ওঃ...আমার বিয়ে খাওয়ার কথা, না ? সে কি আর বাকী আছে ?

কমলার মুখখানা কেমন ম্লান হ'য়ে গেল। সে জোর করে মুখে হাসি এনে বল্লে,...কেমন বৌ হ'ল ?

সুশীল খুব খানিক হেসে বল্লে,...ঠিক তোমার মত...হুবহু ঠিক।

কমলা বল্লে,...যাও...সত্যি বল না কেমন বৌ হ'ল ?

সুশীল বল্লে,...দেখ্বে ?

কমলা বল্‌লে,...দেখাও তো দেখি।

সুশীল বল্‌লে,...কবে দেখ্‌তে চাও?

কমলা গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে,...যে দিন তোমার সময় হ'বে।

সুশীল বল্‌লে,...যদি বলি আজ?

কমলা ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে,...বেশ তো।

তবে দেখ...বলিয়া সুশীল কমলার মুখখানি সস্নেহে জড়িয়ে ধরে জোর করে মুখের উপর একটা চুম্বন রেখা অঙ্কিত করে দিল। তারপর বল্‌লে,...এখন বুঝ্‌লে?

কমলা বল্‌লে,...যাও,...তুমি বড় দুষ্টু।

১০

সুশীল ডাক্তারী পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করলে ও সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজে দুই শত টাকা বেতনের একটা চাকরী হ'য়ে গেল।

পিতা লক্ষ্মীকান্তবাবু বিবাহের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। তাঁহার দাবী ছিল দশ হাজার টাকা। কত সম্বন্ধ এ'ল গেল, কিন্তু দাবীর বহর শুনে সকলেই মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

শেষে এমন দাঁড়াল যে এই পাত্রের নাম শুনলে সকলেই নাসিকা কুঞ্চিত করে বল্‌তো, চশমখোরের বাড়ী আবার মেয়ে দেবে? অমনি নিলেও নয়।

লক্ষ্মীকান্তবাবু পড়ে গেলেন বিষম ফাঁপরে। একে ছেলের বিয়ের বয়স পার হ'য়ে গিয়েছিল, তায় ছেলে বাড়ী আস্‌বার নাম পর্য্যন্ত করে না। তিনি চারিদিকে ঘটক লাগিয়ে দিলেন।

অনেক খোঁজ খবর করে একটা সম্বন্ধ জুট্‌লো। মেয়েটী চলনসই, তবে গায়ের রংটা ঈষৎ শ্যামবর্ণ। অনেক দর কষা-কষির পর ছ'হাজার টাকায় রফা হ'ল।

লক্ষ্মীকান্তবাবু সেই দিনই পুত্রকে সে কথা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলেন ও সত্বর বাড়ী আস্‌তে বিশেষ করে লিখে দিলেন।

যথা সময়ে চিঠিখানা সুশীলের হস্তগত হ'ল। উত্তরে সুশীল লিখলে,—

শ্রীচরণ কমলেষু

বাবা, আপনার চিঠি পেলাম। বর্ত্তমানে বাড়ী যাওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। নূতন চাকরী; ছুটী চাহিতে সাহস হয় না। তবে যত শীঘ্র পারি বাড়ী যেতে চেষ্টা করবো।

বিবাহের কথা না তোলাই ভাল। অনর্থক কোন ভদ্র-লোককে আশা দেওয়া সঙ্গত হ'বে না; কারণ বিবাহ আমি করবো না বলে স্থির করেছি। আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে

আমার বিবাহের জন্য কাহাকেও কোন কথা দিবেন না। দিলে সে কথা কোন-ক্রমেই আমি রক্ষা করতে পারবো না। আর পুত্রের এই প্রথম ও শেষ অবাধ্যতা ক্ষমা করবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

বিনীত—

সুশীল

পত্র পাঠ করে লক্ষ্মীকান্তবাবুর মাথা ঘুরে গেল। গৃহিণীকে তিনি পত্রখানি দিলেন।

গৃহিণী বল্‌লেন,—এ তো জানা কথা; বিয়ের সময় বিয়ে না দিলে এমনি হয়। তখন যে বসে রইলে টাকার থাঁই করে... বল্‌লেও শুন্‌তে না; এখন আর মিছে ভেবে কি হবে? টাকারও টাকা পেলে না; মাঝ্‌খান্‌ থেকে ছেলেটাও গেল বেহাত হ'য়ে।

লক্ষ্মীকান্তবাবু গুম্‌ হয়ে বসে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

৩৭

মাস তিন চার সুশীল বাড়ী এল না। উপার্জ্জনের অর্দ্ধেক টাকা ইংরাজি মাসের পয়লা তারিখেই সে পিতার নামে ইন্‌সিয়োর করে পাঠিয়ে দিত। চিঠি পত্র সে এক মেজ বৌদি ভিন্ন কাকেও লিখ্‌তো না।

সুশীল কলেজের কাজ সেরে বাসায় আস্‌তেই ভৃত্য এসে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিখানা মেজ বৌদির, হাতের লেখা দেখেই সুশীল বুঝে নিল। তারপর চিঠিখানা সে পড়তে লাগ্‌লো।